বিশ্ববাণী

সম্পাদক : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
স্বামী পরমাত্মানন্দ

বাহান্ন বর্ষ
একাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯৭

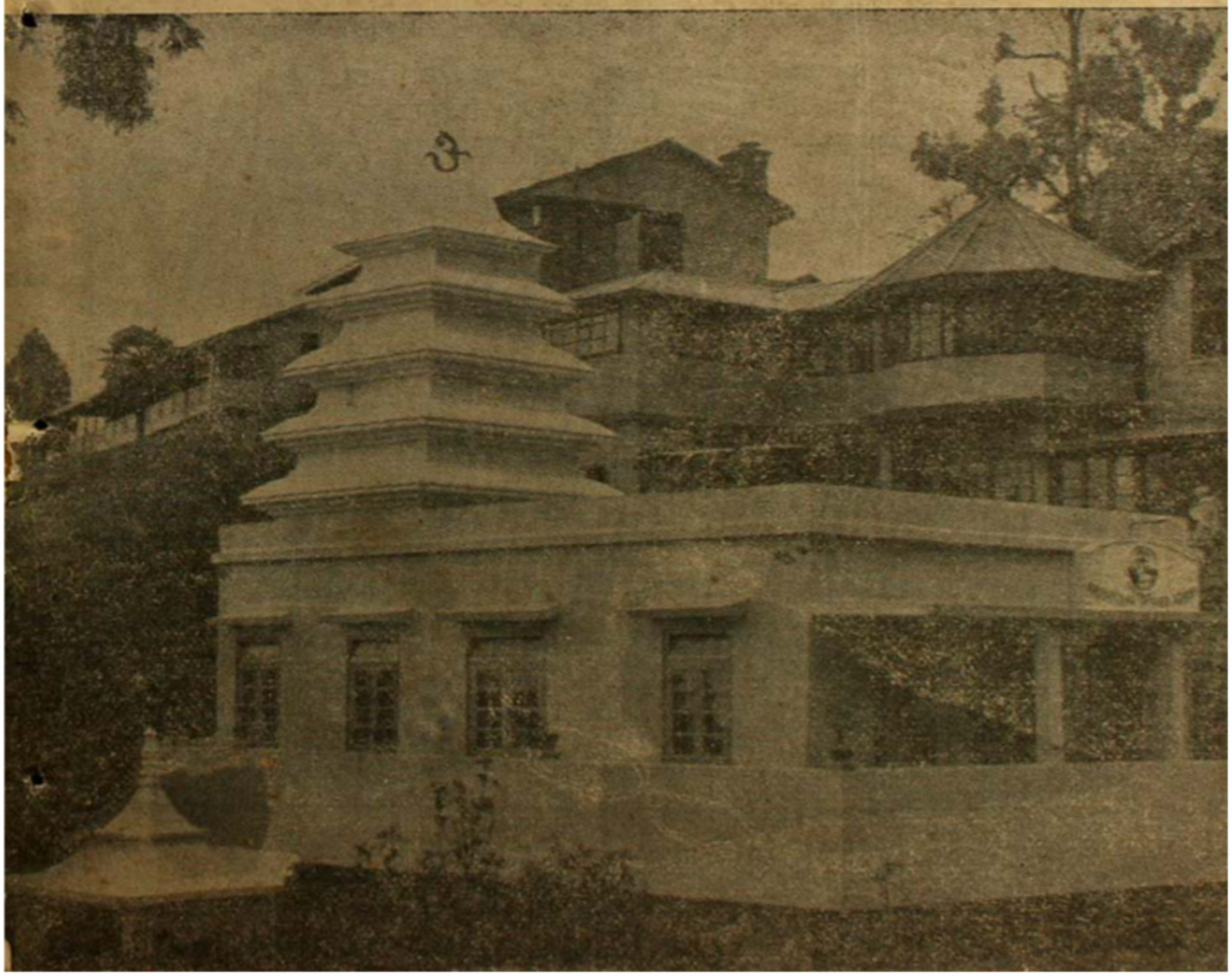

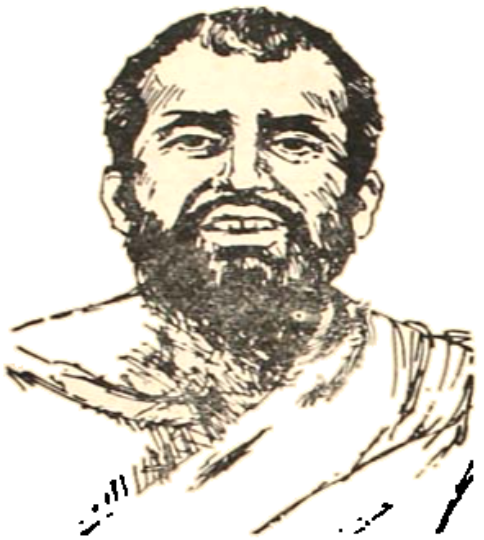

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০১

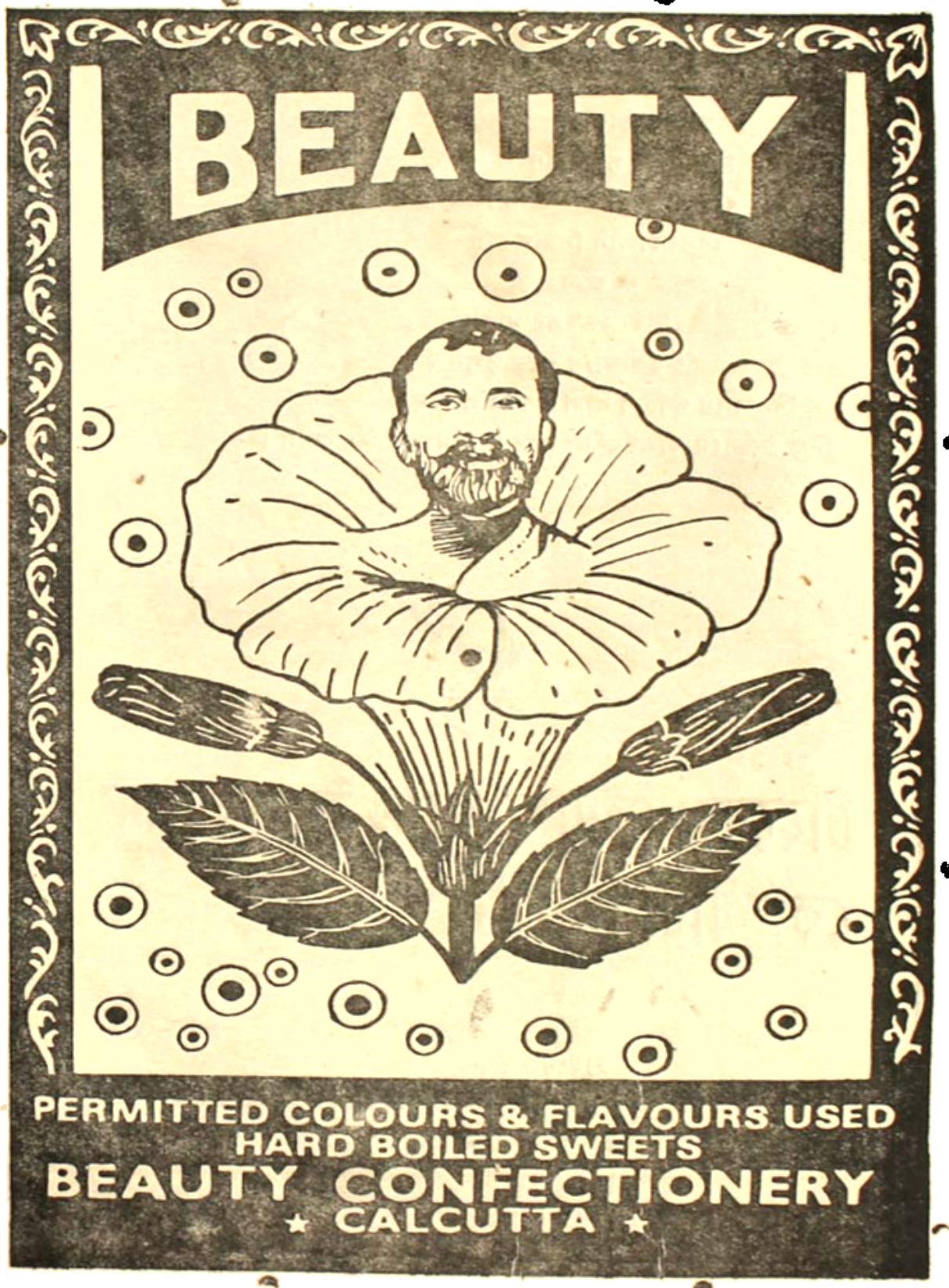
BEAUTY
PERMITTED COLOURS & FLAVOURS USED
HARD BOILED SWEETS
BEAUTY CONFECTIONERY
★ CALCUTTA ★

- সন্তানের সুশিক্ষা
- নিজ অর্থে গৃহনির্মাণ
- ধারাবাহিক আর্থিক সঙ্গতি
- অবসরকালীন নিরাপত্তার

জন্য

'টাইমেক্স'-এর মাধ্যমে

সঞ্চয়-অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং

বিনাব্যয়ে দুর্ঘটনা বীমার সুযোগ নিন।

নিজ উদ্যোগে স্বনির্ভরশীল হতে টাইমেক্স টিম-এ যোগ দিন।

টাইমেক্স ফিনান্স অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

টাইমেক্স ভবন

পি-৩৫ সি, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ এভিনিউ

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১০৭৩৩/৫৭, ফোন ঃ ৫৫-১৮০০

পৌষ, ১৩৯৭

সম্পাদক ঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও স্বামী পরমাত্মানন্দ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
ডাঃ শ্রীশ্যামলকুমার সেন
শ্রীরঞ্জিৎকুমার সেন
শ্রীদিবাকর সেনরায়

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
স্বামী সুদর্শনানন্দ
স্বামী মুক্তিকামানন্দ
ব্রহ্মচারী সত্যশিবচৈতন্য
শ্রীসেবাব্রীব ঘোড়

প্রকাশ স্থান ঃ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ
পুস্তক-প্রচার-বিভাগ ঃ
স্বামী অমেবানন্দ

॥ প্রচ্ছদপট ॥
দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম ও সেখান হইতে দৃশ্যমান কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গ।

মুদ্রণ ঃ
শ্রীঅসীমকুমার সাহা,
দি প্যারট প্রেস,
৭৬/২, বিধান সরণী
(ব্লক কে-১),
কলিকাতা-৭০০০০৬।

বাঁধাই ঃ
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
১৮৬, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

দৈনিক বক্তৃতা-সভা

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে প্রত্যহ সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় :

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার 'গীতা' আলোচনা করিতেছেন। ● স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'যোগসূত্র' আলোচনা করিতেছেন। ● ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস বৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্. বি (কলি.), ডি. টি. এম্. (লিভার), সোমবার ও শুক্রবার "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● প্রাঁসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন। ● প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম বুধবার 'দেববাণী' আলোচনা করিতেছেন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।

● এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবার বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় নাটমন্দিরে 'রামনাম' ও ভজনগান অনুষ্ঠিত হয়।

MAKE YOUR CHILD A LAKHPATI

You can make your child a 'LAKHPATI' at the age of 21 by simply investing Rs. 1,100/- at birth and at every subsequent birthday till the age of 15:

INVEST IN :—

Childrens' Gift Growth Fund

FOR DETAILS CONTACT

U T I AGENTS/CHIEF REPRESENTATIVES
OR U T I OFFICE

Phone : 20-6301
20-5322

UNIT TRUST OF INDIA

(A Public Sector Financial Institution)
2 & 4 Fairlie Place, Calcutta 700 001.

বাঙালীর বিশ্বস্ত আদি শো-রুম 'ভারতী' (হাতিবাগান) সকলকে জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ ঃ

বম্বে ডাইং
ভারতী

৭৭, বিধান সরণী [] হাতিবান (রূপবাণী সিনেমার সংলগ্ন)
কলিকাতা-৭০০০০৬ ফোন : ৫৪-১৬৩০/৫৫-১০৯৭

● সুটিং ● সার্টিং ● শাড়ী ● লুঙ্গি ● রেডিমেড সার্ট ● তোয়ালে ● বেডসীট্ ● বেডকভার ইত্যাদির বিপুল সমাবেশ।

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৯৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৫৪১	
২।	বিবেকানন্দের কবিসত্তা	৫৪৭	শ্রীসুশীলকুমার রুদ্র
৩।	স্বামীজী ও ভারত-বন্ধু সেভিয়ার	৫৪৯	শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত
৪।	ভারতাত্মা বিবেকানন্দ (স্তবগান)	৫৫২	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সুব্রধর
৫।	কে এলে জ্যোতিপুঞ্জ (বিবেকানন্দ স্তুতি)	৫৫৩	ব্রহ্মচারী লোকেশচৈতন্য
৬।	পদাবলী, পদকীর্তন ও কীর্তনে বৈষ্ণবতত্ত্ব-সাধনার ধারা	৫৫৪	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা	৫৫৯	শ্রীদিব্যেন্দু হালদার
৮।	একটি ভক্তকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উপদেশ	৫৬০	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী
৯।	নগরাঞ্চলে প্রতিবেশিত্বের ভূমিকা	৫৬১	শ্রীইন্দ্রনীল পাল
১০।	দিব্য উপমা ও চিত্রকল্প : কথামৃতে ও ডিভাইন কমেডিতে	৫৬৪	শ্রীবিবেকানন্দ রায়
১১।	ভক্তিরসের সূচনা ও বৈদিক সাহিত্য	৫৬৭	অধ্যাপক ডক্টর দিলীপকুমার দত্ত
১২।	মুক্তির উৎস-সন্ধানে	৫৭১	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
১৩।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৫৭৩	
১৪।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৫৭৬	
১৫।	সংঘবার্তা	৫৭৭	
১৬।	বিবিধ সংবাদ	৫৭৮	
১৭।	বিজ্ঞান সংবাদ	৫৮৯	

আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ফোন : ৩৫-৮৭০৩

শেঠ দে এণ্ড কোং

(শিয়ালদহ, ছবিঘর সিনেমার বিপরীতে)

৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

● সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ এবং হোমিও পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা।

IMPORTANT BOOKS :

1. BOERICKE DR. W. : M. MEDICA WITH REPERTORY & AN APPENDIX ON INDIAN DRUGS
2. GUERNSEY DR. H. H. : OBSTETRICS
3. KENT DR. J. T. : REPERTORY
4. LILIENTHAL DR. S. : HOMOEO THERAPEUTICS
5. RAUE DR. C. G. : SPECIAL PATHOLOGY

● দীর্ঘ ৭১ বৎসরেরও অধিক দেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত।

When the fruit grows out of the flower, the petals drops off of themselves. So when the divinity in you increases, the weakness of your human nature will all vanish of their own accord.

—SRI RAMAKRISHNA

With Best Compliments from :

Krishna Chandra Dutta (Cookme) private Limited

MANUFACTURER • EXPORTER & IMPORTER
GENERAL MERCHANT • COMMISSION AGENT,

Manufacturer of :
Cookme's Data & Cookme's P.D. Brand Spice Powder

Sales Office : 38 KALI KRISHNA TAGORE STREET
Calcutta-700007 • G. P. O. Box No. 2187

CABLE "COOKME" CALCUTTA • Phone : 39-6548, 39-1657

Registered Office :
207, **MAHARSHI DEBENDRA ROAD**
CALCUTTA-700007 • Phone : 39-3112

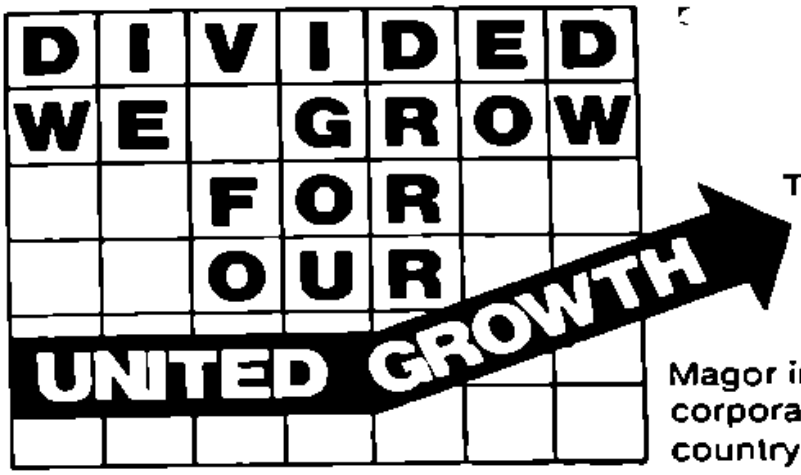

Tea. Engineering. Trading. Each has grown remarkably over the years; to build Macneill & Magor into a dynamic corporate presence in the country today.

Growth through enterprise.

MACNEILL & MAGOR LIMITED

Principal Offices : Four Mangoe Lane, Calcutta 700001. Phone : 20-2391, 28-6725, 28-8114
2, Fairlie Place, Calcutta 700001. Phone : 20-4301
Jeevan Tara, 23A/44X, Diamond Harbour Road, Calcutta 700053. Phone : 49-4157
Registered Office : Four Mangoe Lane, Calcutta 700001

Reacu/MM/0066/89

"As the wind removes the cloud, so the name of the Lord destroys the cloud of worldliness that overcasts the mind."

SRI SRI SARADA DEVI

With The Best Compliments of :

ASHOKE INDUSTRIES PVT. LTD.

Wake Up	**Warm up**	**Cheer up**
Revive	**Relax**	**Relect**
Stimulate	**Soothe**	**Surprise**
Chat	**Meet**	**Entertain**

With B & A Teas

All over the World

WITH ROOTS IN TEA, WE're now branching out...

Barooahs & Associates private Limited

133, PARK STREET, CALCUTTA-700 016

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (প্যাকেস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০

ফোন : ৩৪০৯২৫, ৩৪৬৩৭২, ৩৪৯২৩২

Cable:'Cookmeyare','Deepsnpics'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 8836 Calcutta-70

IAA 1293

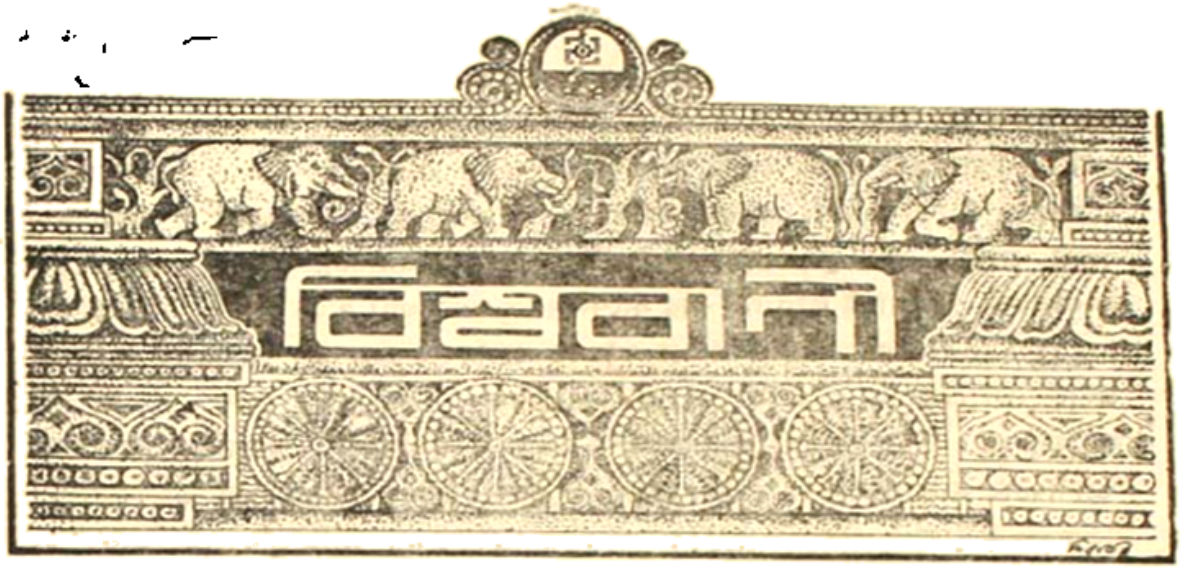

যাহার বর্ষ	একাদশ সংখ্যা	পৌষ ১৩৯৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ)

(পূর্বানুবৃত্তি)

[শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "তাঁকে (ঈশ্বর) লাভ হ'লে,—তাঁতে (ঈশ্বরে) সমাধিস্থ হ'লে জ্ঞানবিচার আর থাকে না।"...প্রভৃতি]

॥ পাঁচ ॥

এ' সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি, কিন্তু পুনরায় আলোচনা করি অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী ভাব ও ভাষার যথার্থ-মর্ম সম্যকভাবে বোঝার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে দৃষ্টি একে ও অদ্বিতীয় তত্ত্বে ও কারণে। আচার্য শঙ্কর যেমন বলেছেন—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কিন্তুবৈচিত্র্যরূপ সৃষ্টির তথা বহুর কারণ এক ও অদ্বিতীয় সর্বাবভাসক ও সর্বব্যাপক-ব্রহ্ম। উপনিষৎ তাই বলে : "আকাশবৎ - ব্যোমবৎ—বায়ুবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ"—ব্রহ্ম নিত্যসত্তারূপে সকল প্রাণী ও পদার্থকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে এবং এর অর্থ ব্রহ্মসত্তাই সকল-কিছুর একমাত্র নিত্য ও সত্য-সত্তা। একমাত্র নিত্য ও সত্য সত্তার অর্থ পরমার্থক সত্তা, আর-সকল-কিছু মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য। এই সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণ একমত।

আচার্য শঙ্কর স্পষ্টভাষায়ই বলেছেন : "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা"। এই 'মিথ্যা'-শব্দের দ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের মতো একেবারে অনস্তিত্বরূপে শূন্য (void) বোঝায় না, বোঝায় বাস্তবসত্তাহীন

অসৎ-সত্তা। অসৎ বা অসৎসত্তার নাম ভূলসত্তা। যেমন মরুমরিচিকা অর্থাৎ মরুভূমিতে জল নাই, কিন্তু জল আছে ব'লে মিথ্যা বা ভূলপ্রতীতির মতো জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ যথার্থভাবে ব্রহ্মই।—কিন্তু সত্য-ব্রহ্মকে আমরা প্রপঞ্চ বলি,—যা অসত্য ও মিথ্যা-কল্পিত। এই অযথার্থ বা অসত্যপ্রতীতি, জ্ঞান বা কল্পনাই মিথ্যা। এই মিথ্যাকে অযথার্থজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলাই শ্রেয়। এই ভূলজ্ঞানকে ইংরাজীতে false-knowledge বলে। এই false-knowledge-এর নামই Error,—যার সংশোধন (correction) হ'লে যথার্থ বা সত্যজ্ঞান (right knowledge) হয়। এজন্য কল্পিত বা মিথ্যা-জগৎ এই ভূলজ্ঞানের সংশোধন অর্থাৎ correction of error হ'লে সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের বোধ, প্রতীতি বা অনুভব হয়। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎমিথ্যা"—কথার এটিই বিচার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "জ্ঞানবিচার আর কতক্ষণ ?—যতক্ষণ অনেক ব'লে বোধ হয়"। 'অনেক' 'এক'-এর বিরোধী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ঠিক পরেই বলেছেন: "যতক্ষণ 'জীব-জগৎ, আমি তুমি' এই অনেক বা বহু কিছুর বোধ বা জ্ঞান থাকে। 'এক' তাই সত্য এবং 'বহু' বা 'অনেক' ভূল বা কল্পিত জ্ঞান। এই 'বহু' ও 'অনেক' কল্পিত জ্ঞানই মিথ্যা বা অযথার্থ জ্ঞান। এই মিথ্যা বা ভূলজ্ঞানের নামই 'অজ্ঞান'। অজ্ঞান তাই জ্ঞান, তবে ভূলজ্ঞান বা false knowledge। আচার্য শঙ্কর এই ভূলজ্ঞানের উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন দড়িকে সাপ ব'লে মনে করা—সামান্য আলোকে বা অন্ধকারে দড়িকে (রজ্জুকে) সাপ (সর্প) ব'লে মনে করা। এই মনে করার নাম 'ভ্রম' বা ভূলজ্ঞান। ঠিক তেমনি ভূলজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞানের নাম অজ্ঞান। গ্রন্থের সদানন্দ-যতি তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে বলেছেন: "(অজ্ঞানং তু) ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি",—কিছু-একটা সত্তা, কিন্তু একেবারে নাই নয়। তাই যেমন বাস্তব কায়ার (দেহের) পাশে ছায়া থাকে, কিন্তু ঐ ছায়া সত্য (বাস্তব) কায়ারই ছায়া, তেমনি অজ্ঞানের পাশে সত্য-ব্রহ্মরূপ জ্ঞানই থাকে এবং এর অর্থ অজ্ঞান ব্রহ্মরূপ জ্ঞানেরই নির্দেশক। তবে এটিকে এভাবেই গ্রহণ করা হয় ও বিচার করা হয় যে, অজ্ঞানের সংশোধনে বা যথার্থজ্ঞানে ব্রহ্মেরই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অজ্ঞান তাই সৎ নয়, অসৎ নয় ও সদসৎ নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়: "অজ্ঞানং তু-সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি"। গ্রন্থের সদানন্দ-যতি বস্তুতে অবস্তুর আরোপের নাম অজ্ঞান বলেছেন। বস্তু ব্রহ্ম এবং অবস্তু অজ্ঞান। তাই অদ্বয় বা অদ্বিতীয়-ব্রহ্মে দ্বিতীয় বা অনেক বস্তুর আরোপের নাম অজ্ঞান। 'আরোপ'-শব্দটিই কল্পিত, সত্য নয়। আমরা কল্পনা করি ভূলবশত বা ভ্রমে অনিত্য জগৎকে নিত্য ব্রহ্মবার ব'লে এবং সেজন্যই অজ্ঞান বা অবিদ্যা আমাদের সত্যদৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টিতে রূপায়িত করে। কিন্তু এই রূপায়ন ভ্রান্ত বা ভূল। এই ভূলের জন্য আমরা বহু, অনেক বা নানা দেখি, বিচার করি "ইহা নয়, ইহা নয়" ব'লে এবং বিচার ঠিক ঠিক হ'লে ভূল বা অসত্য-জ্ঞান সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত (transformed) হয় এবং তখনই "সর্বব্রহ্মময়ং জগৎ" এই যথার্থ-প্রতীতিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হই। তখন আর বিচার থাকে না, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় ধারণা, বোধ, প্রতীতি বা উপলব্ধি,—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"।' শ্রীরামকৃষ্ণ এ'কথাই

বলেছেন যথার্থসিদ্ধান্তরূপে। "তাঁকে লাভ হ'লে (এক ও অদ্বৈত-ব্রহ্মের অপরোক্ষ-অনুভূতি হ'লে, তাঁতে (ব্রহ্মে) সমাধিস্থ হ'লে এক,—কি অনেক' এই জ্ঞানবিচার আর থাকে না, তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই জ্ঞানেই সাধক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিচারের উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণভোজনের কথায়। দই ও মিষ্টি যতক্ষণ না পড়ে, ততক্ষণই গোলমাল, দই-মিষ্টি পড়লেই সুপ্-সাপ্ এবং সকল গোলমাল স্তব্ধ। তেমনি যথার্থ-ব্রহ্মানুভূতির পর কেবল থাকে আনন্দের অনুভূতি শুধু নয়,—আনন্দস্বরূপ। আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত এখানে এক ও অভেদ।

॥ ছয় ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সংসারবাসনা, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ—সব চলে যায়, সব শান্তি হয়ে যায়।" 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলতে তাই ব্রহ্মই জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম আলাদা ও তার জ্ঞান (পৃথক জ্ঞান) নয়,—যেমন বেদান্তে আছে, 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা',—পক্ষী ও তার লেজ (পুচ্ছ) পরস্পরে পৃথক বা আলাদা নয়, পুচ্ছ বা লেজ পক্ষীর সঙ্গে অবিনাভাব সম্বন্ধে সংযুক্ত। তবে অংশ ও অংশী এই সম্বন্ধ কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু লেজ পক্ষীরই,—তেমনি ব্রহ্ম ও জ্ঞান একই অভিন্ন বস্তু। 'ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে' বলতে জীব ব্রহ্ম-স্বরূপই থাকে, তবে ভ্রমে, অজ্ঞানে বা অবিদ্যার জন্য ব্রহ্ম বা বৃহৎ-জ্ঞানরূপে উপলব্ধি হয় না, অজ্ঞানতা দূর হ'লে জ্ঞান আপনা-আপনি (স্বতই) উপলব্ধির বিষয় হয়। অদ্বৈত-বেদান্তে এজন্য অজ্ঞানতারূপ প্রতিবন্ধকের অপসারণকে (correction) আবরণভঙ্গ বলে এবং সে'কথা পূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "জীব জগৎ, চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব—এ'সব তিনি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) আছেন বলেই সব আছে, তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, ১-কে মুছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ (বা অর্থ) থাকে না"। কথাই তাই যে, পরম ও চরম-পদার্থ ঈশ্বরসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা আছে বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল কিছুর সত্তা ও মূল্য আছে। কিন্তু সকল বিষয়ের ভুল হয় ও অনর্থ ঘটে,—যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বশে (প্রভাবে) আমরা সকল কিছুর মূল্য ও উপযোগীতা অনুভব করি এবং কল্পনা করি ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র তাই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের মহত্ত্ব ও মূল্যের কথাই জানিয়ে দিয়েছে মানুষকে,—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। অজ্ঞানরূপ ভুলজ্ঞানের প্রভাব বা সামর্থ্যই তাই যে, বুদ্ধিমান মানুষকেও বোঁটা বা নয়,—সেটি তাই-ই ব'লে বুঝিয়ে দেয়,—যদিও এই বুঝিয়ে দেওয়াটা ভুলই বোঝানো। অজ্ঞান অন্ধকার, তাই অন্ধকারে দড়িকে আমরা সাপ ব'লে ভুলজ্ঞান করি। ভুলজ্ঞান দূর করতে গেলে সত্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই সত্যজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান।　　—(ক্রমশঃ)

।। বিবেকানন্দের কবিসত্তা ।।

শ্রীসুশীল কুমার রুদ্র

'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'। যিনি দেখেন জানেন ও প্রকাশ করেন তিনিই কবি। স্বামী বিবেকানন্দ দু'চোখ ভরে পৃথিবীকে দেখেছেন, মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে, ধর্ম ও তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে জেনেছেন, জেনেছেন বিচিত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে, সর্বোপরি, মনুষ্যত্বের দৈন্যতা দেখে বিচলিত হয়েছেন ; সমস্যা উত্তীর্ণের উপায়গুলি সন্ধান করেছেন স্বীয় জীবনের শ্রম ও সাধনার বিনিময়ে। আর সেসব প্রকাশ করেছেন কবির্মনীষীর দৃষ্টি দিয়ে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সর্বত্রই সেই কবিত্বের প্রকাশ। তিনি বিশ্বমনে আলো জ্বালিয়েছেন আপন উপলব্ধিতে জ্বারিত বেদান্তের বাণী দিয়ে। তাঁর সেই অমৃতবাণী শতাধিক বছর পরেও সমান সচল ; বরং আরও বেশী ক্রিয়াশীল। বাস্তবিকপক্ষে, তিনি বলেছেন বেশী, কম লিখেছেন। যা লিখেছেন, তার মূল্য বিশ্বসাহিত্যে অপরিসীম। বলাবাহুল্য স্বামীজীর বাণী প্রকাশের মাধ্যম ছিল মূলতঃ ইংরেজি ভাষা। খুব অল্পসংখ্যক চিঠি, কবিতা ও স্তোত্র লিখেছিলেন বাংলা এবং সংস্কৃতে।

বিবেকানন্দ-সাহিত্য পাঠকালে মনে হয়, তিনি জগৎ ও জীবনের মূল সত্যকে শুধু বাণীবদ্ধই করেন নি, শিল্পময়-ও করে তুলেছেন। শিল্পীর নিপুণ তুলিরেখার যাদুস্পর্শ যেন সর্বত্রই প্রোজ্জ্বল। বক্তৃতার সুরে, চিঠিপত্রে, আলাপচারিতায়, কবিতাসৃষ্টিতে পরম শিল্পীসত্তা যেন সদাজাগরূক। তাঁর চেতনায় জগৎ-জীবন ও শিল্পী—সব একাকার। প্রকৃতপক্ষে, এ তিন বস্তুতে আপাত-বৈসাদৃশ্য থাকলেও একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিষ্ট। সমগ্র জগৎটাই যেমন পরমেশ্বরের অসাধারণ সৃষ্টিকৃতি থেকে উদ্ভূত, তেমনি মানব-জীবনও। একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই জগৎ-জীবন ও শিল্প সেই অমোঘ পুরুষের ঐশ্বরিক যাদুস্পর্শে লীলায়িত। আর মানুষ তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবিকুল নিঃসন্দেহে মানবশ্রেষ্ঠ এবং সেই ভূমাপুরুষের অখণ্ড ঐশ্বরিক সত্তার এক সত্তা। কবি এক অর্থে সত্যদ্রষ্টা বা ঋষি। যিনি জগৎ ও জীবন তথা বিশ্বচরাচরের মাঝের সত্যতাকে আপন চিত্ত দর্পণে প্রতিফলিত হতে দেখেন এবং তাকেই কল্পনা বা বোধির যাদুস্পর্শে প্রকাশ করেন তিনিই কবি। এদিক থেকে বিচার ক'রে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'—এক পরম সত্যের বিচিত্র বিকাশের উপলব্ধি বিবেকানন্দের কবিতার অন্যতম মূল প্রেরণা।

বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কবিসত্তার পরিচয় সাহিত্য-পাঠকদের কাছে স্বচ্ছ নয়। কবি হিসেবে তিনি সাধারণের কাছে স্বল্প-পরিচিত। কিন্তু আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়ে শান্তি পাই ; সত্যিকারের জীবনের পাথেয় তা থেকে আহরণ করতে পারি। সুতরাং বলতে বাধা কোথায় বিবেকানন্দ একজন কবি। সত্যিকার সাহিত্য যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তো নিত্যরসের কবি। সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে মিলনের তত্ত্ব। মিলনের মধ্যেই তো আমরা নিত্যরসকে খুঁজে পাই। এ মিলন কার সঙ্গে ? সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে, সংসার সৃষ্টির

সঙ্গে, সমস্ত প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে। বিশ্বসৃষ্টিতে কিছুই যেমন পরিত্যক্ত হয় নি, উপেক্ষিত হয় নি, সাহিত্যেও তেমনি সমগ্রের জন্যে, সমুদয়ের জন্যে, উদার নিমন্ত্রণ প্রসারিত। প্রকৃত সাহিত্যিক ঘটনার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে, সমাজ সম্বন্ধে সে সক্রিয় সচেতন হয়, ইতিহাস সম্বন্ধে সে জাগ্রতদৃষ্টি উদ্যতমুষ্টি হয়ে ওঠে। সে শুধু কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখে না, সে লেখে স্বেদে-ক্লেদে-শোণিতে কলম ডুবিয়ে। যারা লেখণিক তারা সৈনিক।...শাণিত শায়ক।...সৈনিকের পরে আছে আবার একটি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে আরো একটি ইন্দ্রজাল। বস্তুবাদের উর্ধ্বে অধ্যাত্মচেতনার সংবাদ। ইদানীন্তনের ওপারে চিরন্তনের ইঙ্গিত। খণ্ডকালের উপরে একটি নিত্যধামের অস্তিত্ব। সীমান্বিতা পৃথিবীর ওপারে অন্তহীন নীলাম্বর।

তাই আবার 'সাহিত্য' চাই ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে, সনাতনের সঙ্গে। শুধু ভূমিকে আশ্রয় ক'রে থাকলেই চলবে না, আশ্রয় করতে হবে ভূমাকে। শুধু গদ্য ও গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের দিকে গভীরের দিকে, গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠের দিকে। ইদানীন্তনের সঙ্গে মেলাতে হবে চিরন্তন। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তা-ই সত্য। আর সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্য-ও নয়—দুয়ে মিলে সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের মালায় পরিবেশন করবেন তিনিই কবি।'

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে কবিধর্মের যে স্বরূপটি সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ব্যক্ত করেছেন তা স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও যথার্থভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃত অর্থেই তিনি কবি। জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাময় দিকটি যেমন রয়েছে; আলোকের, সত্যের দিকটিও তেমনি রয়েছে তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিতে। আর এখানেই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের চিরন্তনমূল্য নিহিত।

॥ দুই ॥

বিবেকানন্দ ঐতিহ্যবাদী কবি। বলা বাহুল্য, এ ঐতিহ্য সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিষ্ট। শাশ্বত মূল্যবোধ তথা দৃষ্টিভঙ্গি বিবেকানন্দের কবিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে তিনি আধুনিক কবি। আধুনিকতা গভীর অর্থে ঐতিহ্যবাহী ও শাশ্বত-চেতনাবাহী। স্বামীজীর কবিতার মূল সুরই শাশ্বত জীবনদৃষ্টি। গভীর জীবনবোধ থেকেই ঐ সুরের প্রকাশ। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সুর বিলীন হ'য়ে যায় না; বরং সেই বোধ যুগ যুগ ধ'রে আপন অস্তিত্ব নিয়ে মানব মনে আসন ক'রে নেয়। প্রচলিত অর্থে স্বামীজী কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান না। কারণ ঐ অর্থে কবি হ'তে গেলে তাঁর কাব্যসৃষ্টি প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং বক্তব্য প্রত্যয়ান্বিত হওয়া দরকার। কবি টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম্' আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছিলেন,—

"He has three qualities which are Seldom found together except in the greatest Poet; abundance, variety and complete competence"[১]

১। T. S. Eliot Selected Prose: T. Hayward, 1953 Edition, p. 116

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা সংখ্যার বিচারে অল্প। ইংরেজিতেই বেশী কবিতা লিখেছিলেন ; সম্ভবত কুড়িটি। সংস্কৃত স্তোত্র ও বাংলা কবিতা ও গান কিছু লিখেছিলেন। যেকোন Major poet-এর কাব্যসংখ্যার তুলনায় স্বামীজীর কবিতাসংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু কবিত্বের রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর চলনে বলনে, উপদেশ-আলাপচারিতায়, বক্তৃতায়, পুরাণ-কাহিনী বর্ণনায় এবং চিঠিপত্রে। তাঁর 'বাণী ও রচনা' নিবিষ্টমনে পাঠ করলে এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাবে। আমরা পরবর্তীতে তাঁর পত্রাবলী ও কবিতাগুচ্ছ থেকে এ সন্ন্যাসী-কবির মানস-পরিমণ্ডলে কবিত্বের স্বরূপটি লক্ষ্য করার চেষ্টা করবো। কারণ পত্রাবলী এবং কবিতাগুলি লেখ্য-সাহিত্য পদবাচ্য। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, কবিত্বের প্রাচুর্যতা বিবেকানন্দ-সাহিত্যে একেবারেই নগণ্য নয়। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা,' রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'জীবনস্মৃতি'তে যে কবিত্বের বর্ণচ্ছটা আভাসিত, স্বামীজীর 'পত্রাবলী'র মধ্যেও সেই কবিত্বের রশ্মিচ্ছটা আরও গভীর। এছাড়া Major poet-দের মতোই বিচিত্র অনুভব তাঁর কবিত্বের জগতে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তুজগৎ বিশ্বজীবন—এর বাইরের এবং অন্তরের দিক কবি বিবেকানন্দের ভাবনার বিষয় হয়েছে। আবার জীবনের গভীরে রয়েছে আর এক জীবন—তারও সন্ধান দিয়েছেন তিনি কবির দৃষ্টি দিয়ে। সুতরাং বিষয়ের মাধুর্য ও গভীরত্বের স্বামীজীর কবিতা অপূর্ব এবং তা সুগভীর প্রত্যয়ান্বিত।

কবি বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়ান্বিত মানস-পরিমণ্ডলের উৎসভূমি হলো ভারতীয় প্রাচীনসাহিত্য। সবকালের সবদেশের বড় কবির মনের গড়নে স্ব স্ব দেশের প্রাচীনসাহিত্য তথা পুরাণগুলির প্রভাব সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের আদিপর্বের একটি শ্লোকের কথা স্মরণে আসছে—

আচক্ষঃ কবয় কোচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমমং ভুবি ॥[১]

'আমাদের সাহিত্যের মধুসূদন হেম-নবীন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাব্যবিষয়ীভূত হয়েছে প্রাচীন পুরাণ। পাশ্চাত্যের মহাকবি মিলটনের কাব্যে প্রাচীন পুরাণ নব রূপ-রসে ধরা দিয়েছে। বিবেকানন্দের কবি চেতনাতেও প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও জীবনচর্যার ঘণীভূতরূপ প্রকটিত। তাঁর কাছে উপনিষদের বাণী ছিল মন্ত্রসমান, পথ চলার পাথেয়। বেদ-বেদান্ত উপনিষদ তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। সেসব কাব্য থেকেই তিনি আস্বাদ করেছিলেন অলৌকিক কাব্যরস। অদ্বৈতানুভূতির কাব্যরূপায়ণের আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে। এই মহাগ্রন্থের কবিত্বের দিকটি যে তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা তিনি বহুস্থানে ব্যক্ত করেছেন। অচিন্ত্যকুমার ঐ যে বলেছেন, 'সৈনিকের পরে আছে আবার একটি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছেদ।—বস্তুবাদের উর্ধ্বে

১। ব্যাস : 'মহাভারতম্' আদিপর্ব। দ্র 'মহাভারত সারানুবাদ', রাজশেখর বসু, ১৩৫৬, 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, বসুমতী বিদ্যামন্দির, 'মহাভারতম্'—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ১৩৫২।

অধ্যাত্মচেতনার সংবাদ'—স্বামীজী সেই সংবাদ আহরণ করেছিলেন উপনিষদ থেকেই। তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

"আমাদের চোখের সামনে ভূমার ভাব ও ছবি তুলে ধরাই উপনিষদসমূহের উদ্দেশ্য। তবু এই অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যের আড়ালে মাঝে মাঝে কবিত্বের আভাস মেলে। যেমন—

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।'

এই অপূর্ব চরণদুটির হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনতে শুনতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে, এমন কি মনের জগৎ থেকে দূরে অতিদূরে এমন এক জগতে উপনীত হই, যে-জগৎ সবসময় আমাদের একান্ত কাছেই রয়েছে, অথচ যা কোনোকালেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয়।

"প্রাচীন উপনিষদসমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এই সব উপনিষদ্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি। তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা মনে আছে, কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়। কবিতার মধ্য দিয়ে মহত্তম সত্যোপলব্ধিরাশি জগৎ-কে দান করার জন্য বিধাতা উপনিষদের ঋষিদের সাধারণ মানব থেকে অনেক উর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন।" (ব্রহ্ম ও জগৎ—জ্ঞানযোগ)। বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন উপনিষদের 'অভীঃ' মন্ত্রের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। শুধু ঐ মন্ত্রটিকে সম্বল করেই জীবন-সংগ্রামের পাহাড়-প্রমাণ বাধাকে অতিক্রম করেছেন—সেসব সংগ্রাম ও সংগ্রাম-উত্তীর্ণের খবরাখবর মেলে তাঁর পত্রাবলীতে। মনে হয়, স্বামীজীর মনে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাবই সর্বাধিক। বৈদিক-সাহিত্য, প্রাচীন পুরাণ, উপনিষদ, কালিদাসের কাব্য,—এইসব গ্রন্থগুলি তিনি নিয়মিত পড়তেন। এছাড়া, মধুসূদন ছিলেন স্বামীজীর প্রিয় কবি। বেদ-উপনিষদের ধ্যান-প্রশান্তি, অন্ধকার থেকে আলোকে পৌঁছনোর খবর; কালিদাসের রোমান্টিক স্বপ্নালুতা, মধুসূদনের বলিষ্ঠতা ও সংগ্রামী মনোভাব স্বামীজীর মনের গড়নে ক্রিয়াশীল ছিল। সর্বোপরি; আচার্য শংকরের প্রজ্ঞা স্বামীজীর মননে ও অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। অপরদিকে ছাত্রজীবনে মিলটন, সেক্সপীয়র, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকদের রচনার রসমাধুর্য পান তিনি করেছিলেন। ফলতঃ উভয়দেশীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাবে তাঁর কবিমনের ক্ষেত্রভূমিটি তৈরী হয়েছিল। একদিকে বায়রণীয় সংগ্রাম, অপরদিকে উপনিষদীয় প্রশান্তি—এই দুই সত্তা তাঁর কবিসত্তার মধ্যে আসন ক'রে নিয়েছিল। স্বামীজীর পত্রাবলী এবং কবিতাগুলির মধ্যে এই উভয়সত্তাই স্বতস্ফূর্ত।

॥ তিন ॥

স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুধু কথা নয়, বাণী; চিঠি শুধু চিঠি নয়, তা কবিতা। তাঁর পত্রাবলী কাব্যরসমাধুর্যে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। যখন কোন শিষ্য-ভক্ত বা বন্ধুকে চিঠি লিখেছেন, তখন সেই চিঠি হ'য়ে উঠেছে কবিতা। সেই কবিত্বের মধ্যে কখনো বীর-সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ, আবার কখনও বা বৈদিক ঋষির

মন্ত্রনিস্যন্দ মন্ত্রের মতোই গভীর দার্শনিক ভাবব্যঞ্জক উপলব্ধির বাণীময়রূপ। নোতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্যই আলাসিঙ্গাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে অনেক চিঠি পাশ্চাত্য থেকে দিয়েছেন। তারই মাঝে মাঝে সেই কবিত্বরশ্মি বিচ্ছুরিত—'Up, Up, the long night is passing, the day is approaching, the wave has risen, nothing will be able to resist its tidal fury, the Spirit, my boys, the spirit; the love, my children, the love; the faith, the belief; and fear not! the greatest sin is fear.'*

মিসেস মেরী এবং এইচ. হেলকে লেখা একটি পত্রে সেই কবিত্বের ঘনীভূত প্রকাশ। অপূর্ব তার সুর। ছন্দ কোথাও বাধা পায় নি। শোনা যাক্ সেই সঙ্গীত—'Thou music of my Beloved's flute; lead on. I am following. It is impossible to express my pain, my anguish at being separated from you, noble and sweet and generous and holy ones. Oh! how I wish I had succeeded in becoming a stoic.'*

আর একটি চিঠির উল্লেখ ক'রে 'পত্রাবলী'র কবিত্বের আলোচনার দিকটি শেষ করবো। এই পত্রখানিও আলাসিঙ্গাকে লেখা যে-আলাসিঙ্গা স্বামীজী-প্রদত্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন নিঃস্বার্থ কর্মীর মতোই। পত্রটির প্রথমাংশে আলাসিঙ্গার প্রতি স্বামীজীর গভীর আত্মা আন্তরিক প্রেম উৎসারিত। শেষের অংশে তাঁকে উজ্জীবিত ক'রে যা' লিখেছেন তা' 'মাভৈঃ' মন্ত্রের মতো শোনায়। উজ্জীবনের এমন কবিত্বময়, অথচ বীরত্বপূর্ণ বাণী ইংরেজি পত্রসাহিত্যে দুর্লভ। লিখেছেন—'Are you sincere? Unselfish even unto death and loving? Then fear not, not even death Onward, my lads! The whole world requires light. It is expectant! India alone has that light, not in magic mummeries and charlatanism, but in the teaching of the glories of the Spirit of real religion—of the highest spiritual truth··· Now the time has come. Have faith that you are all, my brave lads, born to do great things! Let not the barks of puppies frighten you—no, not even the thunderbolts of heaven—but stand up and work!

স্বামীজীর অজস্র পত্রাবলীর মধ্যে কাব্যরসমাধুর্য লক্ষ্য করা যাবে। সেসবের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাঁর ইংরেজি কবিতাগুলির দু'একটি আলোচনা ক'রে কবিমনীষীর স্বরূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(ক্রমশঃ)

●

* ১। Letters of Swami Vivekananda, p. 107.

* ২। Ibid.

॥ স্বামীজী ও ভারতবন্ধু সেভিয়ার ॥

শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার আর তাঁর স্ত্রী মিসেস সেভিয়ার ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হ'ল। তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে কথা ব'লে শান্তি পেলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, "এই ব্যক্তি এবং এই দর্শনেরই তো অন্বেষণে আমরা এ যাবৎ জীবনযাপন করিয়াছি অথচ সফলকাম হই নাই"।

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার ভারতীয় সৈন্যবিভাগে চাকরী করতেন। তিনি চাকরী থেকে অবসর নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যান। তাঁর বাড়ী ইংলণ্ডের হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে। স্বামীজী ইংলণ্ডে এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ক্যাপটেন সেভিয়ার আর তাঁর স্ত্রীর পরিচয় হ'ল। একদিন ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার কথায় কথায় শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে স্বামীজীর উল্লেখ ক'রে বলেন: "আপনি এই যুবক ভদ্রলোককে জানেন। তাঁকে যেমন দেখায়, ইনি সত্যি কি তাই? হাঁ। তাহলে তো তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং এঁরই সাহায্যে ভগবান লাভ করতে হবে।"

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি যদি স্বামীজীর শিষ্য হই, তোমার কোন আপত্তি আছে?" তিনি উত্তরে জানালেন, "তুমি আমার স্বামীজীর শিষ্যা হতে দেবে তো?" ক্যাপ্‌টেন রহস্য করে বলেন, "তা ঠিক বলতে পারছি না"।

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। স্বামীজী এদিনই মিসেস সেভিয়ারকে 'মা' বললেন। স্বামীজী দুজনকে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের কি ভারতে আসতে ইচ্ছা হয় না? এলে আমার অনুভূতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ দেবো।' দু'জনে স্বামীজীর প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান।

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার, শ্রীমতী সেভিয়ার, শ্রীযুক্ত স্টার্ডি, শ্রীমতী মুলার, কুমারী মার্গারেট লণ্ডনে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই স্বামীজী লণ্ডন থেকে ইউরোপ ভ্রমণে বেরোলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার, শ্রীমতী হেনরিয়েটা মুলার। স্বামীজী জেনেভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। তিনি এখানে সেভিয়ারদের সঙ্গে বেলুনে ওঠেন।

স্বামীজী পরে সুইজারল্যাণ্ডে এলেন। সুইজারল্যাণ্ডের চাষীদের জীবনধারা দেখে স্বামীজী মন্তব্য করেন "আমাদের দেশে চাষীদের বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের জীবনের সঙ্গে এদের আশ্চর্য মিল রয়েছে"।

স্বামীজী ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ারকে বলেন, হিমালয় অঞ্চলে একটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা আছে। স্বামীজীর এই পরিকল্পনার কথা শুনে ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার বলে ওঠেন, 'এটা যদি কার্যে পরিণত করা যায়, তবে কি সুন্দরই না হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন—এরূপ একটি আশ্রম চাই-ই চাই।' স্বামীজী একথা শুনে তাঁর এক ভক্তকে আলমোড়ার কাছে

আশ্রম করার জন্যে উপযুক্ত স্থান দেখতে চিঠিতে নির্দেশ দেন। সেভিয়ার-দম্পতির অর্থানুকূল্যে আলমোড়া-জেলার মায়াবতীতে আশ্রম স্থাপিত হয়।

স্বামীজী সুইজারল্যাণ্ডে কয়েক সপ্তাহ কাটান। তাঁর শরীর বেশ সুস্থ হ'য়ে ওঠে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট স্বামীজী এক চিঠিতে জানান যে, তিনি, ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার, মিসেস্ সেভিয়ার কিয়েল-নিবাসী জার্মান দার্শনিক পল ডয়সনের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই সেপ্টেম্বর বাল্টিক-সাগরের তীরে কিয়েল-নগরে এসে পৌঁছান। শ্রীমতী সেভিয়ার জানান, জার্মানীর কিয়েল-নগরে একটা দিন পল ডয়সনের সান্নিধ্যে সুন্দর কেটেছে। পল-ডয়সন যেইমাত্র খবর পান স্বামীজী হোটেলে এসেছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী আর সেভিয়ার-দম্পতীকে প্রাতরাশের জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। পল ডয়সন ও তাঁর স্ত্রী সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

পল-ডয়সন স্বামীজীর সঙ্গে হামবুর্গে আসেন এবং সকলে তিনদিন আমস্টার্ডামে কাটান। স্বামীজী ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে পৌঁছে সেভিয়ারদের বাড়ীতে ক্লাস খুললেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর স্বামীজী এক চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন, 'মি সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন করতে যাচ্ছেন'।

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ সেভিয়ার স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার আর মিসেস্ সেভিয়ারের ঐকান্তিক চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যমের জন্যেই হিমালয়ের মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছিলেন। স্বামীজী মিসেস্ সেভিয়ারকে 'মা' বলতেন, সকলে মাদাম সেভিয়ার বলতেন।

মায়াবতীর অদ্বৈত-আশ্রম হ'য়ে ওঠে বেদান্ত প্রচারের সেরা কেন্দ্র। কিন্তু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হিমালয়ের আশ্রমেই মারা যান। ক্যাপ্‌টেন বলে যান, পাহাড়ী নদীর ধারে যেন তাঁর শেষকৃত্য করা হয়, তাঁর যেন কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখা না হয়। এরপর আঠার বছর মিসেস্ সেভিয়ার নির্জন হিমালয়ের পরিবেশে কাটিয়েছেন।

রাজম আয়ারের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ইংরেজী মাসিক-পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। রাজম আয়ার বেদান্তপ্রচারের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদনা করছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাজম আয়ার মারা গেলেন, আর জুন মাস থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ার স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'আমি ভারতের কল্যাণের জন্যে কাজ করবো'। স্বামীজীর এই কথাটি মনে ছিল। তিনি ক্যাপ্‌টেন সেভিয়ারকে ডেকে বললেন, 'সেভিয়ার, তুমি ভারতের কল্যাণের জন্যে কাজ করবে বলেছিলে, তুমি আলমোড়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় চলে যাও, প্রবুদ্ধ ভারত-পত্রিকার সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নাও, ওই পত্রিকা বেদান্তপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করো।'

স্বামীজীর এই নির্দেশ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মাথা পেতে নিলেন। তিনি হলেন পত্রিকার পরিচালক। স্বামী স্বরূপানন্দ হলেন পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নব কলেবরে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই স্বামীজীর অনবদ্য কবিতা 'রিকুইসক্যাট ইন পীস' প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখেছেন। "ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের জীবন খুব কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ছিল। তিনি এলা-মাটিতে ছোপানো ফিকা হলুদ-বর্ণের কাপড় কাচা না দিয়া পরিতেন। আশ্রমের জন্য অসামান্য পরিশ্রম করিতেন। আজন্ম ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত একজন বিদেশী ব্যক্তি পরিণত বয়সে ভারতীয় ভাব এবং জীবনধারায় এতদূর তদ্গত হইতে পারেন এবং ভারতের সেবার জন্যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য এবং কঠোরতাকে এইভাবে বরণ করিতে পারেন ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইতেন।" (অতীতের স্মৃতি)

স্বামীজী নিবেদিতাকে এক চিঠিতে লেখেন : "মিসেস্ সেভিয়ার নারীকুলের রত্নবিশেষ ; এত ভাল, এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার-দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না।"

স্বামীজী তখন ছিলেন মিশরে। তাঁর মনে হ'ল, দেশে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তিনি কাউকে কোন খবর না দিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর দেশে ফিরলেন। কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর জীবনের খেলা শেষ ক'রে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। স্বামীজী মিস্ ম্যাক্লাউডকে এই সম্পর্কে দুখানা চিঠি লেখেন। স্বামীজী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "এত তাড়াহুড়া ক'রে এসেও কোন লাভ হ'ল না। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা কয়েকদিন পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। এ'ভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ (প্রথম মিঃ গুডউইন) আমাদের জন্য হিন্দুদের জন্য আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো এঁরাই তাই।"

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর স্বামীজী লিখলেন : "আমাদের প্রিয়বন্ধু মিঃ সেভিয়ার আমি পৌঁছবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত আছে তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সৎকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা তাঁর পুষ্পমালাশোভিত দেহ বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল। আশ্রমের আদর্শের জন্যে ইতোমধ্যেই দুইজন ইংরেজের আত্মদান হয়ে গেল। এর ফলে ইংলণ্ড ও তার বীর সন্তানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের সর্বোত্তম শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ চারাগাছটিকে মহামায়া যেন বারি সিঞ্চিত করেন, মহামায়ারই জয় হোক।"

●

॥ ভারতাত্মা বিবেকানন্দ ॥

(স্তবগান)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সূত্রধর

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সকল ভারতবাসী,
শ্রদ্ধা জানায় তোমাকে আজ হে নবীন সন্ন্যাসী।
নব ভাব এনে মানুষ রতনে শিখালে যে ভালবাসা,
সেবাই ধর্ম, শ্রেষ্ঠ কর্ম—জাতি পেল তার আশা।
অবহেলাভরে পড়ে আছে যারা হয়ে বুঝি অভিমানী,
সেবার হস্ত দিলে যে বাড়িয়ে তাদেরই আপন মানি।
হিন্দুর ধর্ম, সনাতন ধর্ম—আছে তার অবদান,
সেদিন শিকাগোর জগৎসভায় বাড়ালে তার মান।
মানুষের কাছে মানুষের দাম, তুলনা তার নাই,
উঁচু নীচু কত ভেদাভেদ ভুলে সবাই হলো যে ভাই।
জগদ্গুরু ওই রামকৃষ্ণের মহান শিষ্য তুমি,
সরলতাভরা অমরবাণী পেল যে ভারতভূমি।
তারুণ্যকে ডাক দিয়ে গেলে ভারতের দোরে দোরে,
বললে,—'জেগো, ওঠো, জাগো'—নতুন যুগের ভোরে।
ভুলতে দিলে না ভারতবাসীকে ভারত আত্মার বাণী,
ছোট আর বড়, কুটির-প্রাসাদ—সকলেই আছে মানী।
চারদিকে শুধু অশুভ ছায়া—মার্ মার্ কাট্ কাট্,
যায় বুঝি সব রসাতলে আজ, নাই কোন ঘাট-বাট।
সংকীর্ণতা, সন্ত্রাস আর বিচ্ছিন্নতাবাদ জুড়ে,
শকুনি-শকুন পাখা ঝাপ্টায় নীল আকাশের তলে।
এই তো সময়, এখনি সময় তোমার পথেই চলা,
সনাতন দেশ, ভারত হবে ফের সুজলা আর সুফলা।
বিপ্লবী, হে বীর সন্ন্যাসী!
ভারতের তুমি অভয়বাণী, বিশ্বের আপন জন,
উদাত্ত কণ্ঠে কোরে গেছো জয় সব মানুষের মন।

●

॥ কে এলে জ্যোতিঃপুঞ্জ ॥

(বিবেকানন্দস্তুতি)

ব্রহ্মচারী লোকেশচৈতন্য

বহুযুগজাত তমিস্রা ভেদি কে এলে জ্যোতিঃপুঞ্জ
হাহাকারময় দুঃখের ধরায় করিতে শান্তি কুঞ্জ ?
মহাপ্রাণ কেবা আসিলে ঋষি ত্যজিয়া অমৃতলোক,
তাপিত-পতিত আর্ত-জীবের ঘুচাইতে দুঃখশোক ?
শুভ্র-বুদ্ধ-মুক্ত-যতি ছিলে কোনে মগ্ন,
কোন্ শুভক্ষণে খুলিলে নয়ন কোন্ সে মহান লগ্ন ?
কার আবাহন কার সে আকুতি বিগলিত যাহে বাণী,
কার সে কাতর অমোঘ মিনতি কার সে মধুর বাণী ?
জ্যোতিঘনতনু কোমলকান্ত সে কি হে 'বিশ্বপ্রাণ',
মনোহররূপে সুকোমল দেহে করিল শিশুর ভান ?
ছোট্ট কোমল বাহু দুটি মেলি দানিয়া আলিঙ্গন,
বুভুক্ষিত করি মহাবিত্তরাজে ভুলাইল প্রাণমন ।
ভুবন-মোহন করুণ কোমল-কমল-নয়ন তার,
আকুল মিনতি জানাল ধরার ঘুচাইতে দুঃখভার ।
ভাষাহীন বাণী ধ্বনিল সেদিন ঋষির কর্ণকুহরে—
"ডোবে ওই হের মর্ত্যমানব পাপের অকূল পাথারে ।
নরক যাতনা করিতেছে ভোগ তারা অতি অসহায়,
তিল তিল করি ভুবানলে দহি বুঝি এবে প্রাণ যায় ।
কর উদ্ধার সেই অভাজনে ডাকে যারা আহি আহি,
ওহে নরনাথ কর নরত্রাণ করুণা নয়নে চাহি ।"
শুনি সে বারতা বিগলিততনু ঋষি মৌন ভাবগে,
সম্মতি দানি উতরিলা তবে মহান দত্তভবনে ।
নরেন্দ্র নামেতে নবযুগরবি উদিল পূর্ব গগনে,
বরিল বিশ্ব পুলকভরে শঙ্খ নিনাদি সঘনে ।
বহুযুগজাত তমিস্রাঘুচাতে আসিল জ্যোতিঃপুঞ্জ
করিতে নিখিল বিশ্বভুবন সুষমার প্রেমকুঞ্জ ।
জড়ের মাঝারে চেতনের পূজা শেখাল বিশ্বজনে
জীবে জীবে শিব করেন বিরাজ নিভৃত হৃদয়কোণে ।
সেবাযোগব্রতে দানিলা দীক্ষা জীবের কর্মপুটে
হৃদয়-আকাশে ভাতিল সূর্য মোহের আঁধার টুটে ॥

॥ পদাবলী, পদকীর্তন ও কীর্তনে বৈষ্ণবতত্ত্বসাধনার ধারা ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীর ক্রমবিকাশ ॥

পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী ব্রজবুলিভাষায় রচিত। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন: যদিও ১৩ শো শতাব্দীর গোড়ার দিকে মিথিলায় উমাপতি ওঝার লেখায় ব্রজবুলির সন্ধান মেলে তবুও ব্রজবুলিতে পদাবলীরচনার রীতি ও ধারা ১৫ শো শতাব্দী থেকেই বাঙলায়, উড়িষ্যায় ও আসামে পাওয়া যায়। তবে এ'কথা ঠিক যে, বৈষ্ণব-পদাবলীর ভিত্তি (আধার) স্থাপিত হয় রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাঁরই রাজসভায়। লক্ষ্মণসেনের পর বৈষ্ণব-গীতিকাব্যের সমাদর বাড়ে নেপালে, তীরহুতে ও অন্যান্য প্রাক্তীয়-রাজ ও সামন্ত-সভায়। নেপালে এই চর্চা স্থায়ীলাভ করেছিল খ্রীস্টীয় ১৮ শো শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

১৪শো ১৫শো শতাব্দীতে বাঙালাদেশের সঙ্গে মিথিলা, আসাম ও উড়িষ্যার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। অসমীয়া-ব্রজবুলির সৃষ্টি হয় সম্ভবত মিথিলার সঙ্গে চাক্ষুষ-ঘনিষ্ঠতার জন্য, আর উড়িষ্যার ব্রজবুলি ঋণী ছিল বাঙালাদেশের কাছে। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার কবি ও চণ্ডীদাস বাঙলার কবি,—যদিও এই দুজন কবির পদ-রচনায় পড়েছিল জয়দেবের প্রভাব, কিন্তু তবুও প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন: "মিথিলার বিদ্যাপতি মৈথিলভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙলায় তাহা ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ... বাঙলার চণ্ডীদাসের গান মিথিলায় লইয়া যাইত, আর মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বাঙলায় বহিয়া আনিত। শকাব্দের ষষ্ঠ শতকে ভাস্কর বর্মা রাঢ়দেশ জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণে জয়স্কন্ধাবার (জয়ত-৫) স্থাপন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ও আসাম পরস্পরের সংস্রবে আসিয়াছে। পরবর্তীকালে কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব আসাম জয় করিয়া তথাকার অধীশ্বর হন। ... আসাম এবং মিথিলাও পরস্পর নিকট-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। ... বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী উড়িষ্যায় যাতায়াত করিতেন। রায় রামানন্দ ছিলেন বাঙ্গালী। সময় সময় বাঙ্গালার অংশবিশেষ উড়িষ্যার রাজগণ অথবা উড়িষ্যার অংশ-বিশেষ বাঙ্গালার রাজগণ অধিকার করিয়া লইতেন, সেই অধিকার কখনো কখনো দীর্ঘস্থায়ী হইত। ... এইরূপ নানাবিধ উপায়ে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ভাষা ও ভাবের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটিত। ব্রজবুলি সৃষ্টি ইহারই অন্যতম পরিণতি।" বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যার ব্রজবুলি তিনটীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে চাক্ষুষ পরিচয় পেতে গেলে বিদ্যাপতির পদাবলী ও কীর্তিলতা, বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসু বা গুণরাজ খানের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ-নাটক, আসামের আচার্য শঙ্করদেবের রুক্মিণীহরণ-নাটক ও মাধবদেবের বরগীত প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব-পদাবলী সাধারণত 'মহাজন-পদাবলী' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব-পদ-রচয়িতারা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন অধ্যাত্ম-সাধক, সাংস্কৃতিক ও সাধনময় জীবন নিয়েই তাঁরা রাধা কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ-পরিকরদের অপার্থিব নামলীলাতত্ত্ব ও চরিতকথা ছন্দে, সুরে, তালে, রসে ও ভাবের সংমিশ্রণ দিয়ে রচনা করেছিলেন। এবং সেজন্যই তাঁরা 'মহাজন' এবং তাঁদের রচিত পদসমূহ 'মহাজন-পদাবলী' নামে পরিচিত। এ'দিক থেকে ঠাকুর জয়দেব ও বিদ্যাপতি, বড়ু-চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তারা ছিলেন মহাজনশ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁদের রচিত পদগুলিকেও তাই 'মহাজনপদাবলী' আখ্যা দেওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়। সংস্কৃত ও প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদিকবি ঠাকুর জয়দেব নিজের রচিত কাব্যগ্রন্থকে 'পদাবলী' নামেই উল্লেখ করেছেন দেখা যায়,—"মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্"। অষ্টপদীর পদগুলিও পদাবলী। এই অষ্টপদী-পদ শাস্ত্রীয়-প্রবন্ধগানের পর্যায়ভুক্ত। রাগ ও তাল-যোগে পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এক সময়ে নিত্য-নিয়মিত-ভাবে দেবদাসী ও ব্রাহ্মণরা গান করতেন অষ্টপদী ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে। ছন্দান্বিত নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকতো সেই গানে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে আজিও অষ্টপদী নিয়মবদ্ধভাবে গান করেন সুরশিল্পীগণ।

॥ দুই ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয় হয় খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। অফুরন্ত প্রেম ও করুণার তিনি অবতার ছিলেন। কেশব-ভারতীর কাছে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণেরই সাধক এবং নিজেকে তিনি বলতেন শ্রীকৃষ্ণের দাস। প্রেমের অনুভূতি ও প্রেমধর্ম প্রচার করাই ছিল শ্রীচৈতন্যের জীবনের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছ'টী বৎসর তিনি পরিভ্রমণ করেন দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম-ভারত। পূর্ববঙ্গ তিনি পূর্বেই ভ্রমণ করে-ছিলেন। দীর্ঘ আঠারো বৎসর তিনি পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে ও সেবায় অতিবাহিত করেন। পুরীর রাজগুরু কাশী মিশ্রের বাড়ীর গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্য স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ-পার্ষদদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও বিভিন্ন বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ তথা দুঃখী-কৃষ্ণদাস তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গম্ভীরার গোপন-কক্ষে মহাপ্রভুর দৈনন্দিন-কার্যক্রমসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বিদ্যাপতি ও বড়ু-চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', শ্রীধর-স্বামীর টীকাসহযোগে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, মালাধর বসু বা গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও পুরাণাদি স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দের সঙ্গে অধ্যয়ন ও আলোচনা করতেন। তত্ত্বশিক্ষা করতেন

শ্রীচৈতন্য 'ব্রহ্মসংহিতা' থেকে, আর ভজনশিক্ষা করতেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' থেকে, কারণ এ'দুটী গ্রন্থ ছিল তাঁর কাছে পরম-উপাদেয়,—"ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা, দুই পুস্তক লঞা আইল উত্তম জানিয়া,"। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে এ'দু'টী গ্রন্থের পুঁথি নিজের জন্য সঙ্গে এনেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের মূল-উৎস পদ্মপুরাণসংহিতাও শ্রীচৈতন্যের কাছে আদরের বস্তু ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরী তথা শ্রীধর স্বামীর টীকাকে তিনি স্বামীর তথা গুরুর মতোই মান্য করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (৭ম অধ্যায়ে) গ্রন্থের কৃষ্ণদাস কবিরাজও এ'কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

"শ্রীধর-স্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর-স্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥"

শাস্ত্র-আলোচনা-ছাড়া স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে সর্বদা আত্মহারা থাকতেন। ভারতীয়-সঙ্গীতের জগতে বিশুদ্ধ রাগ, তাল ও নৃত্য-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা রাধাকৃষ্ণলীলাত্মগান তথা সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন করেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই—

"সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥" (—চরিতামৃত, আদিলীলা)

সঙ্কীর্তন বা কীর্তন গীত বা সঙ্গীতই। শ্রীকৃষ্ণের বা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব গুণ, মাধুর্য ও যশোগাথা সুর ও তাল-যোগে গান করার নামই 'কীর্তন'—কীর্তিগাথাগান। তবে মনে রাখতে হবে, গানের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাই ছিল প্রধান। অন্তরঙ্গ-পার্ষদ সর্বশাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতশিল্পী স্বরূপ-দামোদর ছিলেন শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্র-আলোচনা ও সঙ্গীতের নিত্যসঙ্গী। পুরীতে গম্ভীরায় ও অন্যান্য স্থানে ঠাকুর জয়দেব, বড়ু-চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীগুলি তিনি শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সংযোগে কিন্নরকণ্ঠে গান ক'রে শোনাতেন মহাভাবমগ্ন শ্রীচৈতন্যদেবকে। যেমন—

"যবে যেই ভাব ওঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥"

অথবা—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥"

স্বরূপ-দামোদর কণ্ঠসঙ্গীতের মতো যন্ত্রসঙ্গীতেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শোনা যায়, রূপ-গোস্বামী, সনাতন-গোস্বামী, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ, কবি কর্ণপুর, রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাধক ও পদকর্তাদের মধ্যে অনেকে স্বরূপ-দামোদরের কাছে

কেহ কেহ স্বরূপ-দামোদরের প্রিয়তম শিষ্য রঘুনাথদাস-গোস্বামীর কাছে উচ্চাঙ্গ তথা ক্ল্যাসিক্যাল-সঙ্গীতে রীতিমত শিক্ষালাভ করেছিলেন।[১]

'সঙ্গীতে গন্ধর্বসম' স্বরূপ-দামোদর মিঞা তানসেন, রামদাস, পণ্ডিত সোমনাথ প্রভৃতির সঙ্গীত-গুরু স্বামী হরিদাস বা হরিদাস গোস্বামীর অনেক পূর্ববর্তী গুণী। অনেকে স্বামী হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলেন। অধ্যাপক উইলসন্ তাঁর *Religious Sects of the Hindus*-গ্রন্থে এই ধরণের মন্তব্যই প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য ও পার্ষদ,—"a disciple and faithful companion of Chaitanya"। অনেকে পুনরায় স্বীকার করেন শ্রীচৈতন্যদেব-উল্লিখিত "ছোট ও বড় কীর্তনীয়া দুই হরিদাস"। এই দুই হরিদাসের অন্যতম শ্রীচৈতন্যের পরিকর দ্বিজ হরিদাসের (১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্গে স্বামী হরিদাস বা হরিদাস গোস্বামীকে অভিন্ন ব'লে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আসলে দ্বিজ হরিদাস বা হরিদাস-আচার্য কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন,—যদিও শেষজীবনে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেছিলেন। দ্বিজ হরিদাসের দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীনিবাস-আচার্যের কৃপাপাত্র ছিলেন। কিন্তু এ'সকল অনুমানের কোনটিই প্রামাণিক নয়, কেননা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় ১৪৮৬ থেকে ১৫০৩ অব্দ এবং স্বামী হরিদাস বা হরিদাস গোস্বামীর অভ্যুদয় হয় ১৬শো শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ১৭শো শতাব্দীর প্রথমের দিকে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। মাননীয় গ্রাউজের (F. S. Growse) অভিমতও তাই। মাননীয় কে সাহেব (F. E. Keay) গ্রাউজের মতবেই সমর্থন করেছেন। তবে এ'কথা ঠিক যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে স্বামী হরিদাস বা হরিদাস গোস্বামী জীবিত ছিলেন। সম্রাট আকবরের জন্ম হয় ইংরাজী ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর ও মৃত্যু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে।[২]

॥ তিন ॥

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : "It was in the time of Akbar that the great Hindu Saint and musician Haridās Swāmi lived at Vrindāvan on the banks of the sacred Jamunā"। সুতরাং এ'থেকে বোঝা যায় যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে স্বামী হরিদাসের কোন রকমেই সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় গ্রাউজও তাঁর *Mathurā* (1883)-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "But although Hari Dās had imbibed the spirit of Chaitanya's teachings, I know of no ground for maintaining that there was any personal intercourse between the two, • •". আমাদের অভিমতও তাই।

১। এই সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করবো।

২। অনেকে সম্রাট আকবরের জন্মকাল ধরেন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধারকের মাধ্যমে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অনুশীলন কিভাবে ভারতীয় সমাজে ছিল তার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলোচনা করা উচিত, কেননা শ্রীচৈতন্যপূর্ব ও শ্রীচৈতন্যোত্তর কীর্তনগান সেই পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। সুলতান আলা-উদ্-দীন খলজীর সময়ে (১২৯৫—১৩১৫ খ্রীঃ) নায়ক গোপাল (১২৯৫—১৩১৫ খ্রীঃ), বৈজুবাওরা[৩] প্রভৃতি গুণীর শিল্প-চাতুর্য ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়। নায়ক গোপাল, বৈজুবাওরা[৩] ও তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীরা বিশুদ্ধ প্রবন্ধগান হিসাবে ধ্রুপদের অনুশীলনই করতেন। নায়ক গোপাল ছিলেন দক্ষিণ-ভারতের গুণী, কিন্তু উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-কলায়ও ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। আসল কথা, তাঁর সময়েও উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীতধারার মধ্যে এখনকার মতো পৃথক সীমারেখার সৃষ্টি হয় নি।

দৌলতাবাদ বা বিজয়নগর-রাজ্যের কতক অংশে মুসলমান-অভিযানে অধ্যুসিত হলেও সেখানকার শিল্পকলায় বিজাতীয় প্রভাব কিছুই পড়েনি, বরং উভয় অঞ্চলের মধ্যে ছিল সংস্কৃতির ও সভ্যতার পারস্পরিক আদানপ্রদানসহ মৈত্রীভাব।

সুলতান আলা-উদ্-দীন খলজীর পূর্বে খ্রীষ্টীয় ১২শো শতাব্দীতে সুলতান মামুদ ও ১৩শো শতাব্দীতে ইল্‌তুতমিশ ও তাঁর বংশধররা ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল-সঙ্গীতের ছিলেন একান্ত পৃষ্ঠপোষক। ইল্‌তুৎমিশ্ তুর্কীস্থানের ইল্‌বেরী-জাতিভুক্ত হলেও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। তাই হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-শিল্পীদেরই তিনি বিশেষ সমাদর দিয়ে তাঁর দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। ঘিয়াস্-উদ্-দীন ও আফগান-বংশীয় জলাল্-উদ্-দীন ফিরুজ উভয়েই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ছিলেন বিশেষ সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। প্রবলা সুলতান আলা-উদ্-দীন খলজীর সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতে নবজাগরণের সূচনা আবার দেখা দেয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর আদিলশাহী বাদশাহদের সময়েও উত্তর-ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল-সঙ্গীতের চর্চা প্রশংসনীয়ই ছিল। শোনা যায়, শতাধিক সুরশিল্পী সুরের আসর জমিয়ে রাখ্‌তো তাঁর রাজদরবারে। শোনা যায়, ধ্রুপদের (ধ্রুবপদের) সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালগানের চর্চাও তখন কম হোত না। কাবালী বা কাওয়ালী-গীতিপদ্ধতির অনুশীলন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। তাছাড়া কাবালী অলিখিতগীতি হিসাবে তখন মধ্যভারতে প্রচলিত হয়েছিল। সুলতান আলা-উদ্-দীনের সময়ে (১৩শো-১৪শো শতাব্দী) আমীর খসরু সেই পদ্ধতিকে করলেন আরো পরিপুষ্ট ও তারাণা-ধারার করলেন সৃষ্টি। সুলতান আদিল-শাহের দরবারে কলাবন্ত ও কাবালী এই দুই সম্প্রদায়ের জন্যই নির্বাচিত থাকতো আসন। প্রবন্ধ-পর্যায়ভুক্ত ধ্রুপদাদি গান পরিচিত ছিল বিশুদ্ধ কলা-সঙ্গীত হিসাবে, তাই তাদের পরিবেশকদের বলা হোত 'কলাবন্ত', আর কাবালী ও তারাণা-সম্প্রদায় ছিল

৩। ইনি সম্রাট আকবরের সময়ে হরিদাস-স্বামীর সঙ্গীত-শিষ্য পণ্ডিত বৈজুনাথ নন। বৈজুনাথ ও বৈজুবাওরা পরস্পরে পৃথক ব্যক্তি।

কলাবন্তদের থেকে ভিন্ন, এবং এই ভিন্নতার পরিমাপ নিয়েই খেয়াল-সঙ্গীতধারার অভিযান শুরু হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে মেবার, চিতোর, জৌনপুর, গোয়ালিয়র, মালব, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বিচিত্র ধারার সঙ্গীতের হোত অনুশীলন। অধ্যাত্মভাবের অনুপ্রেরণা নিয়ে ভগবদ্-ভজন-সঙ্গীতের প্রচলন ছিলই ধর্মসঙ্গীত-হিসাবে। ধ্রুপদের রূপ ও ধারাও ছিল ভগবদ্ভজনের অনুগামী। মেবারের রাণা কুম্ভ বা কুম্ভা (১৪৩৩—১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ (তোমর, ১৫শ শতাব্দী) ছিলেন ধ্রুপদগানের পৃষ্ঠপোষক, সাধক ও প্রচারক। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁরা উভয়েই ছিলেন জ্ঞানী ও পারদর্শী। 'সঙ্গীতরাজ' বা 'সঙ্গীতমিমাংসা', 'সঙ্গীতক্রমদীপিকা' প্রভৃতি অমূল্য সঙ্গীতগ্রন্থ রাণা কুম্ভের সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দান করে। শোনা যায়, রাণার সাধিকা পত্নী মীরা বাঈ শ্রীচৈতন্যের পরিকর সনাতন-গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবধর্মে বৃন্দাবনে দীক্ষা লাভ করেন।

—(ক্রমশঃ)

●

॥ শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা ॥

শ্রী দিব্যেন্দু হালদার

মহামতিরাজ পতিতপাবন—
অন্তরঘন তুমি,
জগতের চির-গৌরব বীর,
সাধকশ্রেষ্ঠ তুমি ॥
গিরি-হিমালয়, তিমির-বিলয়,
শুভ্র জ্যোতিরধাম,
জাগিছে পুণ্য, প্রেমিকধন্য
ভারত চক্র-নেমি ॥
জ্ঞানের রাজ্যে, তুমি মহারাজ—
মহান বিবেকানন্দ,
চিকাগো সভায় দিব্য-প্রভায়,
ছড়ালে বেদের ছন্দ ॥
রামকৃষ্ণের শিষ্য-প্রধান—
গাহিলে মায়ের গান,
অন্তর তাই উঠিলো জাগিয়া
তোমার চরণে নমি' ॥

●

॥ একটি ভক্তকে স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজের উপদেশ ॥

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ ঘোষচৌধুরী

আন্দাজ ১৯৫৫।৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। তখন আমি মাদ্রাজের বিখ্যাত Addison Paints & Chemicals-এ পূর্ব্বভারতের Manager ছিলাম। ঐ কম্পানীর General Manager ছিলেন শ্রীঅরুণ গুপ্ত M.A. (English) of Cambridge। অফিসের কাজে প্রায়ই আমাকে মাদ্রাজ যাইতে হইত। ঐরকম কার্য্যোপলক্ষে আমি যখন মাদ্রাজে, তখন এক রবিবারের সকালে শ্রীঅরুণ গুপ্ত মহাশয় আমার hotel হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ময়লাপুরস্থিত মঠে লইয়া গেলেন। শ্রীগুপ্ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ঐ মঠে যাতায়াত করিতেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বেলুড়ে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ময়লাপুর মঠাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাশানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। আমি বেদান্ত-মঠে দীক্ষিত শুনিয়া খুসি হইয়া আমাদের মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সঙ্গীতে তাঁহার পারদর্শিতার বারবার উল্লেখ করিলেন। তারপরে বহুবার ঐ মঠে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। সদা হাস্যমুখ কি শান্ত-সৌম্য সুন্দর কান্তি। দেখিলেই মাথা নত করিয়া প্রণাম করিতে মন চায়।

বেশ কয়েক বছর পরে স্বামী কৈলাশানন্দ মহারাজ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বেলুড় মঠে আসেন। মাদ্রাজে ও এখানে তাঁহার দীক্ষিত বহু শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন।

আরও কয়েক বৎসর পরে স্বামী কৈলাশানন্দ মহারাজকে অসুস্থ অবস্থায় সেবাসদনে লইয়া যাওয়া হয় এবং ঐস্থান হইতেই তিনি রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। তাঁর ভাণ্ডারার দিন নিমন্ত্রিত শ্রীঅরুণ গুপ্ত, তাঁহার মা শ্রীমতী অমিয়া গুপ্ত এবং আমি ও আমার স্ত্রী বেলুড়ে বেলা ১২টার সময় উপস্থিত হই। স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ আমাদের হাতে চারটি টিকিট দিয়া বলিলেন, "আগে প্রসাদ পেয়ে তারপরে আমার কাছে এসো"।

ভিতরে গিয়া সকলে প্রসাদ পাইয়া যখন ভরত মহারাজের কাছে বসিয়া কথা বলিতেছি তখন ৩০।৩২ বৎসরের একটি মহিলা দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ভরত মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রসাদ পাইয়াছ'? তবু তাঁহার আদেশমতো ভদ্রমহিলাকে কিছু মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হইল। তারপর তিনি প্রসাদ হাতে লইয়া অতি বিনীতভাবে ভরত মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ আমাদের গুরুদেব তো চলে গেলেন। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে একটু জুড়োতে আসতুম। এখন তাঁর অবর্ত্তমানে মাঝে মধ্যে আপনাদের কাছে আসবো একটু শান্তির জন্য। তখন আপনাদের দর্শন পাবতো?"

উত্তরে ভরত মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "কেন পাবে না, তবে কি জানো আমিও

তো ক'দিন পরই চলে যাবো। এইভাবে আমরা সবাই-ই যাবো। কিন্তু ঐ মন্দিরে যিনি বসে আছেন, উনি চিরদিন আছেন ও থাকবেন। তুমি ও'নার কাছে আসবে এবং তোমার যা কিছু সব ও'কে জানাবে। উনিই তোমাদের রক্ষা করছেন এবং উনিই রক্ষা করবেন। এই বিশ্বাস নিয়ে বাড়ী যাও।"

●

॥ নগরাঞ্চলে প্রতিবেশিত্বের ভূমিকা ॥

শ্রীইন্দ্রনীল পাল

প্রতিবেশিত্ব (Neighbourhood) বলতে বোঝায়, লোকেদের একটি গোষ্ঠীকে (group of persons) যারা একটি সংকীর্ণ বাসভবন-সংক্রান্ত (residential) এলাকায় বাস করে। এরা ঐ এলাকার অন্তর্গত পরিবারের উপর এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিবেশী থাকে। জনবিরল দেশ অস্ট্রেলিয়াতে প্রতিবেশীরা পঞ্চাশ মাইল দূরে থাকতে পারে, তবুও তাকে প্রতিবেশী বলা হবে।

নগরাঞ্চলে ও গ্রামীন এলাকাতে প্রতিবেশিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামীণ এলাকাতেও সামাজিক নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে পরিবারের পরেই প্রতিবেশিত্বের স্থান। গ্রামে কোন ব্যক্তি, সমাজের গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত হ'লে, প্রতিবেশিত্ব তার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গ্রামীণ এলাকাতে প্রতিবেশিত্বের 'Watch Dog' হিসাবে পাড়ার মাসীমা ও পিসিমাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রনের এজেন্সি হিসাবে তারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিচ্যুতি (Social deviation) সংক্রান্ত আলোচনা, মূলত খোসগল্পের মাধ্যমে পুকুরঘাটে আলোচিত হয়। বস্তুতপক্ষে যে সমাজে সামাজিক সচলনশীলতার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবেশিত্বের নিয়ন্ত্রনের মাত্রা বেশী। আবার গ্রামাঞ্চলে প্রতিবেশিত্ব হলো অবসরকালীন আমোদপ্রমোদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে 'প্রতিবেশিত্বের' প্রত্যয়টি তার জীবনযাত্রার উৎসের সংগে জড়িত।

অতঃপর নগরাঞ্চলে 'প্রতিবেশিত্বের' সামাজিক তাৎপর্যটি আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রামে প্রতিবেশিত্বের যে সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়, শহরে বা নগরাঞ্চলে তা ততটা কার্যকরী হয় না। শহরের লোকেরা সাধারণত ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করে। তারা একে অন্যের সম্বন্ধে কম জানে ও প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তারা মূলত একটি 'residential Place'-এ বাস করে ; এবং এর বাইরে কি ঘটছে সে-সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নয়। এক্ষেত্রে তারা এরূপ মনোভাব পোষণ করে। 'ওসব ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই'। তবে বর্তমানে নগরাঞ্চলের প্রতিবেশিত্বে এই ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে।

এক্ষেত্রে মন্দ কাজের জন্য প্রয়োজনে প্রতিবেশীদের নিন্দা করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নগরবাসীরা প্রতিবেশীদের উপর অনেক সময় বিপদ-আপদে নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে আমরা, 'Small unit'এ বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রয়োজনে প্রতিবেশীর কাছে ঘরের চাবি রাখার কথা উল্লেখ করতে পারি।

বাসস্থান থেকে কর্মস্থানের অন্তরণের (isolation) পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শহরাঞ্চলে ব্যক্তি তার বাসস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তার বসবাসের স্থান থেকে, তার কর্মস্থানের সম্পর্কটি ক্ষীণ হতে পারে। সুতরাং যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের উৎপাদন, বণ্টন ও প্রশাসনের সংগে জড়িত তাকে নিয়ন্ত্রন করার ব্যাপারে প্রতিবেশিত্বের কোনরূপ ভূমিকা থাকে না। এক্ষেত্রে বাসস্থানের স্থানকে 'Retreat' বা বিশ্রামের স্থানহিসাবে গণ্য করা যায়। উক্ত ব্যক্তিরা তাদের প্রতিবেশিত্বের সংগে নিজেদের অনুষঙ্গ (association) বিধানের জন্য কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করবে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে, তারা কর্মস্থলে এতই ব্যস্ত থাকে যে, প্রতিবেশিত্বকে তাদের জীবন ও আচরণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন ভাবে। এক্ষেত্রে তারা যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তবে প্রতিবেশিত্বের নিয়ন্ত্রন কার্যকরী হ'তে পারে না।

সমাজতাত্ত্বিক পিটারম্যান তাঁর 'An Approach to Urban Sociology' গ্রন্থে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিবেশিত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে 'Neighbourhood School'-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে বাচ্চারা এলাকার বাইরে যায় না। অর্থাৎ একই এলাকার বাচ্চারা একই এলাকায় থাকে।

আবার নগরাঞ্চলে প্রতিবেশিত্বের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন, বিশেষতঃ সাধারণ সুযোগসুবিধা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূতি (Sentiment) থেকে উদ্ভূত। যেমন কোন এলাকাতে জলের অব্যবস্থা, রাস্তাঘাট খারাপ ইত্যাদি পরিস্থিতি দেখা দিলে, সার্বিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য, প্রতিবেশিত্বমূলক মনোভাব জাগ্রত হয়।

আবার অনেক সময়, কোন পাড়াতে সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা (cultural atmosphere) নাও থাকতে পারে। যেমন, পাড়াতে বোমা পড়ছে বা ছিনতাই হচ্ছে। এক্ষেত্রে সকলের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয়। এই পরিস্থিতিতে, পাড়ায় শান্তিরক্ষাবাহিনী গঠন করা হয়।

শহরাঞ্চলে, সাধারণ বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রতিবেশিত্ব তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। ওই প্রতিবেশিত্বমূলক অনুষঙ্গ সরকারী সংস্থার (Government Organization) কাছে প্রয়োজনীয় দাবী-দাওয়া পেশ করে। তাই প্রতিবেশিত্বকে অনেক সময় লবিং চেম্বার বা 'Association of Collective area' ব'লে অভিহিত করা হয়।

আবার শহরাঞ্চলে, ব্যক্তিরা সকলে মিলে যে প্রতিবেশিত্ব গঠন করে, তাতে শ্রেণীগত চরিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে বিভিন্ন এলাকাকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত

করা যেতে পারে। যেমন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণীর এলাকা। আবার শ্রেণী বা শ্রেণীগত ভিত্তি ঐ এলাকার নামগুলি থেকে বোঝা যায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অন্তর্গত 'বেনিয়াটোলা'।

আবার শ্রেণীগত বিভেদ সম্প্রদায়গত অনুভূতির (Sentiment of Communal feeling) পক্ষে বাধাস্বরূপ। এক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং 'প্রতিবেশিত্বের' বহুশ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি (Multi-class Approach) একটি বিতর্কিত বিষয়।

শহরের পরিকল্পনাকালে, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করা যায় না। জমির বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন জায়গায় জমির দাম অত্যন্ত চড়া। যেমন, কলকাতার দক্ষিণে 'গল্ফ গ্রীন' এ এমন কিছু প্লট তৈরী করা হয়, যা কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের নামধেয়ই ফুলাবে, কলকাতার সল্টলেকে এমন কিছু প্লট আছে, যা একটি নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের জন্যই পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাঁরা বৎসরে একটি নির্দিষ্ট রোজগার করেন, তাঁরাই এই ধরণের প্লট পান। আবার মধ্যবিত্তদের পক্ষে, 'Housing Estate' বিশেষ কার্যকরী, আবার দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য বিশেষ ধরণের ফ্ল্যাট 'Conscious Policy of Subsidy'-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে, 'Neighbourhood Planning' বা প্রতিবেশী সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এটি বিকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে শহুরে এলাকাকে কিছু প্রতিবেশিত্বমূলক এলাকায় সুস্পষ্টভাবে পরিকল্পিত করা হয়। প্রতিবেশিত্বমূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই হোল, ঐ স্থানে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে একটি 'Community Sentiment' জাগ্রত করা। এজন্য সুপরিকল্পিতভাবেই লাইব্রেরী, পার্ক ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্রতিবেশিত্বমূলক এলাকার মধ্যে অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে যাতে নিকট সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (close social interaction) পরিলক্ষিত হয়, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে 'community centre'ও বিদ্যমান। জনগণ এখানে একে অন্যের সংগে মিলিত হ'তে পারে ও অপেক্ষাকৃত কার্যকরিভাবে সময় অতিবাহিত করে।

অনেক সময়, এক শহর থেকে অন্য শহরে জনপ্রচরণ (migration) সংঘটিত হয়। যেমন কলকাতা থেকে সল্টলেকে জনপ্রচরণ ঘটেছে। মূলত কলকাতার স্থানসংকুলানের জন্যই এই জনপ্রচরণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশিত্বের গঠন অবশ্যই কিছু প্রভাব বিস্তার করবে, তবে এই প্রভাব বিস্তারের জন্য কিছু সময় দরকার।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে গঠিত শহরে প্রতিবেশিত্বের পরিকল্পনা অসুবিধাজনক। যেমন চণ্ডীগড় বা ব্যাঙ্গালোর পরিকল্পিত শহর হলেও কলকাতা একটি পরিকল্পিত শহর নয়। পূর্বেই যদি শহর গড়ে ওঠে ও পরে যদি প্রতিবেশিত্বের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তবে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশিত্বের পরিকল্পনাকালে, জল-নিষ্কাশনের স্বাভাবিক নির্গমমার্গের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা

প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, খুব নিচু এলাকাতে জল জমছে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনাটি ব্যাহত হয়।

সুতরাং বোঝা যায় যে, নগরাঞ্চলে প্রতিবেশিকের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

পরম শ্রদ্ধেয়, ডঃ স্বপন কুমার প্রামাণিক, অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

●

॥ দিব্য উপমা ও চিত্রকল্প : কথামৃতে ও ডিভাইন কমেডিতে ॥

শ্রীবিবেকানন্দ রায়

মনীষি, ভক্ত ও সাধকেরা তাঁদের গূঢ় জ্ঞান, ভক্তি ও ইশী অনুভূতি জনসাধারণকে বোঝাতে প্রায়ই উপমা (metaphor) ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। এর ফলে যা সচরাচর গূঢ় (esoteric) ও অনির্বচনীয়, তা শব্দবন্ধ করা যায়। বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রকারদের বাদ দিলে আধুনিক জগতে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলেন ভারতের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং মধ্যযুগীয় ইতালির বিশ্ববিখ্যাত কবি দান্তে আলিঘিয়েরী (১২৬৫-১৩২১ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা অবতার ব'লে মনে করেন : তিনি নিজেও স্বামী বিবেকানন্দকে কথাচ্ছলে নিজেকে ত্রেতাযুগের রাম ও দ্বাপরযুগের কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ ব'লে উল্লেখ করতেন। তাঁকে যদি অবতার ব'লে মেনে নিতে কারও দ্বিধা থাকে, তিনি যে এই শতকের প্রথমভাগে ভারতের অনন্য হিন্দুসাধক ছিলেন এ বিষয়ে কারোর সংশয় নেই। অন্যদিকে, ইতালীর দান্তে (Dante Alighieri), অবতার তো দূরের কথা, নিজেকে সাধক বলেও দাবী করেননি ; নিজেকে তিনি বরাবর জাহির করেছেন কবি ব'লে। পরবর্তীযুগ তাঁকে ইউরোপীয় নবজাগরণের (রেনেসাঁ) প্রধান পূর্বসূরী ব'লে অভিহিত করেছেন। দান্তের পরিচিতি প্রধানতঃ তাঁর ত্রিসর্গের কাব্য Divine Comedy-র রচয়িতারূপে ; এছাড়াও তাঁর সনেটগুচ্ছ Vita Nouva (The New Life) ও গদ্যরচনা ইতালীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ইউরোপের সাহিত্য ও ধর্মে তাঁর প্রভাব ডিভাইন কমেডির মাধ্যমে। হিন্দুদের ধর্মীয় জগৎ যেমন জুড়ে আছে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা ; রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে তেমনি স্থান 'ডিভাইন কমেডি'র।

সাধকরা ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যেসব উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, তাদের সাধারণ কারিক লক্ষণ হোল—সারল্য, সুপ্রবৃত্তি ও সুপরিচিতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমাদিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কবিসুলভ' বলেছেন। তাঁর 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'তে এই চিন্তাই বিস্তৃত।

ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকেও তেমনি সুন্দর। তত্ত্বের তাৎপর্য্য না বুঝি, কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি, কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই। সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সূক্ষ্মান্বিত ক'রে। বিহিত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ কবি।"

অন্যদিকে, দান্তে নিজেকে কবি ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় আখ্যাত করেননি। ইতালী ভাষা, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও রাষ্ট্র ও তদানীন্তন ইতালীয় রাজনীতি নিয়ে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর নিজের দেশে ও আধুনিক পৃথিবীতে পরিচিত সর্বকালের দ্বন্দ্বী কাব্য 'ডিভাইন কমেডি'র রচয়িতারূপে, যাকে প্রখ্যাত ইঙ্গ-মার্কিন কবি ও মনীষী টি. এস. এলিয়ট পৃথিবীর সর্বোত্তম দীর্ঘ দার্শনিক কবিতা (world's greatest long philosophical poem') বলে আখ্যাত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান্তে তাঁদের কথোপকথন ও কাব্যে যথাক্রমে যেসব উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে অবশ্য কোন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় মিল নেই। থাকার কথাও নয়। মিল তাদের সারল্য, সুপ্রবৃত্তি, সুপরিচিতি ও সহজবোধ্যতায়। তাঁদের উপমাদির বেশীর ভাগ এসেছে দৈনন্দিন, আটপৌরে জীবন, দৃশ্যজগৎ ও অভিজ্ঞতা থেকে; ফলে পড়া বা শোনামাত্রই শ্রোতা ও পাঠকের মনে তা পরিচিত জগতের প্রাকৃতিকতার (naturalness) ঝংকার তোলে এবং বোধ ও অর্থকে গভীরতা দান করে। এর ফলে 'কথামৃত' ও 'ডিভাইন কমেডি' বাঙালী ও ইতালীয় জীবনে এত গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। উপমাদির এই সর্বজনবোধ্যতা রয়েছে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদিতে, যেমন বাইবেলে, উপনিষদে, কোরাণে ও জেন্দআবেস্তায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান্তে তাঁদের যে কাব্যসুষমা, লালিত্য ও ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তা প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সচরাচর পারেননি। বেদ ও উপনিষদের উপমা ও চিত্রকল্পাদি গভীর ও প্রায়শঃ কাব্যিক হলেও সর্বদা সুপরিচিত নয়। যেমন, "হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্", অর্থাৎ 'স্বর্ণপাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে'। এই উপমা আজকালকার মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সহজ নয়, কেননা কোন কলসের সোনার ঢাকনা কল্পনা করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণদেবের একটি পরিচিত উপমা কত সহজবোধ্য। ১৮৮৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি মণিকে বলছেন ঃ "কাঠে আছে অগ্নি-এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান" (কথামৃত/তৃতীয় ভাগ)।

এরকমই সুপরিচিত উপমা দিয়েছেন দান্তে, নরকের (Inferno) অষ্টম গহ্বর (eighth chasm) বর্ণনা করতে (এই গহ্বরে কুপরামর্শকরা সদা পুড়ছে) ঃ

"As many Fireflies as the peasant who is resting on the hill—at the time that he who lights the world least hides his face from us, when the fly yields to the gnat—sees down along the valley, there per chance where

be gathers gropes and tills : with flames thus numerous the eighth chasm was all gleaming, as I perceived, so soon as I came to where the bottom showed itself." (Inferno, Canto XXVI, Lines 25-33)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আটপৌরে উপমা ও চিত্রকল্পাদি নিয়ে একটা পুরো গ্রন্থ লেখা যায় ; অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' এসবের একটা আভাস মাত্র। অনুরূপভাবে, দান্তের উপমাদি নিয়ে ইতালীয় ও ইংরেজীতে অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। 'কথামৃত' ও 'ডিভাইন কমেডি'র অম্লিয়মান রূপদর্শী মর্যাদা ও বর্ধমান জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ গূঢ় ও প্রায়শঃ অনির্বচনীয় দিব্যজ্ঞান ও অনুভূতিকে পরিচিত জগতের তুলনা ও ছবি দিয়ে সহজবোধ্য করা।

যেমন, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিত শশধরকে শুধু স্বাধ্যায় নয়, সাধনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বললেন, "শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নেই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। দুতিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে লয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিল। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা কাপড় কিনে পাঠালেই হবে।" (কথামৃত/তৃতীয় ভাগ)

উপমা ও চিত্রকল্পছাড়া এরকম গল্পে উদাহরণও অনেক আছে কথামৃতে। দান্তের ডিভাইন কমেডিতেও তদানীন্তন ইতালীতে প্রচলিত কাহিনীর (anecdote) উল্লেখ আছে অজস্র। এই প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও দান্তের গল্পে উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় ; তাঁদের উপমা ও উপদেশের আলোচনায় এটি পরিপূরক।

দান্তে ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেউ কাউকে দেখেননি। তাঁদের মধ্যে সাতসমুদ্র ও ছয় শতাব্দীর ব্যবধান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পক্ষে দান্তের কবিতা পড়া ও সে সম্পর্কে শোনা অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু তিনি তা পড়েছেন বা শুনেছেন এরকম কেউ এপর্যন্ত বলেননি ব'লে আমার ধারণা। আমার বিনীত প্রতিপাদ্য (hypothesis) এই যে, ভগবৎ-সাধক ও ভক্তকবিদের চিত্তে, চিন্তায় ও প্রকাশে একধরণের অন্তর্লীন ঐক্য ও মিল আছে, সম্ভবতঃ তার গূঢ়চৈতন্য এক বা সমধর্মী ব'লে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে অদ্বৈত দর্শন বিধৃত আছে। দান্তের ডিভাইন কমেডিতেও আছে রোমাণ ক্যাথলিক সৃষ্টধর্মের সারাৎসার।

দান্তের এক বহু-উদ্ধৃত উপমা দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি যার সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবৎ-গীতার বিশ্বরূপদর্শনের অনুভূতি তুলনীয়। স্বর্গ পরিক্রমার অন্তিম অনুভূতিতে দান্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখলেন যেন এক পাণ্ডুলিপি যার পাতাগুলি প্রেমের সুতোয় বাঁধা রয়েছে।

"Within its depth I saw ingathered, bound by love in one volume, the Scattered leaves of the universe" (Paradiso, Canto XXXIII, Lines 85-87)

এই উপমা বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না। সুতো দিয়ে বইখাতা বা পাণ্ডুলিপি

বেঁধেছে বা বেঁধে দিতে দেখেছে সবাই। আটপৌরে হওয়া সত্ত্বেও এই সহজ উপমাটি দিবা অভিজ্ঞতাকে খাটো করেনি।

●

॥ ভক্তিরসের সূচনা ও বৈদিক সাহিত্য ॥

অধ্যাপক ডক্টর দিলীপকুমার দত্ত

ত্রিমুখী ধর্মসাধনপথের মধ্যে কর্ম সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গতাহীন, জ্ঞান অন্তরঙ্গতর, কিন্তু অন্তর সাধনার পূর্ণ উদ্বোধন ঘটে একমাত্র ভক্তি বা প্রেম-সাধনায়। অন্তরের উপলব্ধিই তার একমাত্র পথ-প্রদর্শক, অন্য দু'টির মতো তা লোকাচার-ক্রিয়াকর্ম-বিধিনিষেধ-শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও অনেকটাই যেন সেই পরম উপলব্ধি হৃদয়ে বদ্ধমূল ক'রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রুতবক্ষ যখন ইন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে উচ্চারণ করেন :

"মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে।"

["হে অন্নপতি ইন্দ্র তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হইও না।"] [ঋক্ ॥ ৮/৯২/৩০ ॥ ও সাম ॥ ঊত্তরার্চিক ৩/৬/১৮/৩ ॥]

তখন যেন যান্ত্রিক প্রথানুগত ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠান-ব্রতী প্রাণচাঞ্চল্যহীন যজ্ঞ-পুরোহিতদের প্রতি প্রচণ্ড ভর্ৎসনায় স্তোতা বা সাধকের প্রীতিপূর্ণ আত্মরসাধনার পরমাদর্শের কথাই ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নির্বিশেষ ঈশ্বর সাধনায় এরূপ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়, সে সাধনায় কেবল শান্ত-রসাত্মক ঈশ্বরনিষ্ঠা। সেজন্য প্রয়োজন সবিশেষ ঈশ্বররূপ : সংহিতার পর্যালোচনায় অন্তরঙ্গতর সেই সবিশেষ সাধনারও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত মিলবে। নির্বিশেষ তত্ত্বকে অতিক্রম ক'রে রূপের পূজারী কোন কোন ঋষি সেখানে উপলব্ধি করেছেন দেবতা মায়া দ্বারা বিভিন্ন মূর্তি বা রূপ পরিগ্রহ ক'রে পৃথকভাবে প্রকাশিত এবং যজমানদের নিকট উপস্থিত হন :

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"

["সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।"] (ঋক্ ॥ ৬/৪৭/১৮ ॥ অনু-র. দত্ত।)

ভক্তির একটা বড় আদর্শ —সাধা-সাধকের অন্তরের নৈকট্য স্থাপন, আর তার প্রেম গ্রহিয়া যান,—অনুভবলোকে চিত্তের একাগ্র নিবিষ্টতায় যোল সত্তার সঙ্গে একাত্মতা অর্জন।

সেই ধ্যানমন্ত্র সত্তারও প্রথম জাগরণ সংহিতার, যার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুবিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র,—যেখানে ধীশক্তি প্রেরণকারী সবিতাদেবের বরণীয় তেজের ধ্যানে সেই একাগ্রতা অর্জনেরই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে গাথিপুত্র বিশ্বামিত্র ঋষির কণ্ঠে :

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥" (ঋক্ ॥ ৩/৬২/১০ ॥)

["যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।"] (অনু-র দত্ত।)

মন্ত্রটি ধ্যানগৌরবময়তার কারণে উপনিষদ্-গৌরব 'বৃহদারণ্যকে'ও গৃহীত। (দ্র॥ ৬/৩/৬) শুধু এই একটি মন্ত্রেই নয়, ভক্তি-অনুকূল এই ধ্যান ও তার সহযোগী ঈশ্বরের নাম-মহিমা ভক্তি-আপ্লুত ঋষি-অন্তর থেকে উচ্চারিত হয়েছে সংহিতার বিভিন্ন মন্ত্রে। (দ্র॥ ঋক্ ॥ ১/১৮/৪, ১/৭২/৩, ১০/৯৫/২ ॥ প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ।) ভক্তিচেতনার সঙ্গে সেগুলিতে কিছু কিছু জ্ঞান-কর্ম-চেতনা জড়িত থাকলেও বেদের সকাম দেবারাধনা থেকে মুক্তির চেষ্টা এবং নব-উপলব্ধ ভক্তিচেতনার প্রতি অনুরাগ একান্ত স্পষ্ট। দেবতার প্রতি পরম অনুরাগই তো ভক্তি—"সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে।" (শাণ্ডিল্যসূত্র ॥ ২ ॥ এলাহাবাদ ১৯১১ সং) সেই পরানুরক্তি পূর্ণস্ফুট না হলেও উল্লিখিত অংশগুলিতে নানাভাবেই ব্যক্ত।

প্রেমভক্তিরসের সর্বোন্নত মহিমার প্রকাশ ও সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরে চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে পরম-পুরুষার্থস্বরূপ সে প্রেমরসের[৩] নিত্য জাগরণের জন্য চিরকিশোর-মূর্তিধারী শ্রীকৃষ্ণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধকরা একমাত্র আরাধ্যজ্ঞান করেন, যার ব্যাখ্যায় তাঁদের বক্তব্য :

"আদি-রসোদ্গভোগে বাল্যাবস্থো ন সম্ভাব্যঃ, যৌবনে তু রসাধিক্য ক্ষণপ্রধানেন রসস্য ন্যূনত্বং, অতঃ কৈশোরবয়ঃ ইতি পূর্ণমুজ্জ্বলরসে প্রশস্তম্। যতঃ ক্ষণে ক্ষণে রসস্য বর্দ্ধিষ্ণুতা ভবতি। অতঃ আদিরসে কৈশোরবয়ঃ পূর্ণরসময়ং বর্দ্ধমানমিতি জ্ঞাতব্যম্।" (শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরত্ন প্রকাশঃ—শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী ॥ ৪/৭ ॥ পৃ. ১০, শ্রীমৎ হরিদাস দাস—প্রকাশিত, হরিবোল কুটির / নবদ্বীপ/৪৬২ চৈতন্যাব্দ।)

এবং সে কারণেই বৈষ্ণব তন্ত্রসাহিত্যে একমাত্র কিশোর কৃষ্ণকেই যত্নপূর্বক ধ্যানের নির্দেশ দান :

"দেহেষু যৌবনং রম্যং কৈশোরং তত্র দুর্লভং।
কিশোরং যত্নতঃ কৃষ্ণং ধ্যায়েদানন্দ বিগ্রহম্ ॥" (ঐ উদ্ধৃত সম্মোহন তন্ত্র-বচন, পৃ. ৮৮)

এবং কৈশোর-কৃষ্ণমন্ত্রকে সর্ববিধ মন্ত্রের হেতু বা মন্ত্র-চূড়ামণি হিসাবে স্বীকৃতি

৩। "পরম পুরুষার্থ সে প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/৭/১০৭ ॥)

দান :' সংহিতা-পর্যালোচনায় দেখি—আর্য ঋষিচিত্তেও কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে দেবতা বিষ্ণুর মধ্যে মাধুর্যরসের পরম আকর সেই চিরকিশোর মূর্তি অম্লানের একান্ত বাসনা যেন হৃদয়ের তলদেশ থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে তাঁকে 'যুবাকুমার' অর্থাৎ "নিত্য তরুণ ও অকুমার" হিসাবে মহিমা দান করেছে। (দ্রঃ ঋক্ ॥ ১/১৫৫/৬ ॥ ও রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত অনুবাদ।) বহুদূর ভবিষ্যতের গর্ভনিহিত বৈষ্ণবীয় অলোকসামান্য প্রেমভক্তিরসের বীজ হিসাবে দীর্ঘতমা ঋষি-উচ্চারিত এ মন্ত্রাংশটিকে অনায়াসেই গ্রহণ করা চলে। শুধু তাই নয় বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তিরসের-সাধনায় সাধক প্রকৃতি বা নারীহিসাবে গৃহীত, কেননা প্রেমরাগে চারুতা বা ব্যাকুলতার গভীরতা পুরুষাপেক্ষা নারী-হৃদয়েই সমধিক—"আদৌ রাগে মুখ্যতাসাং প্রোদ্ভাস্যাচ্চারুতাধিকা ॥" (উজ্জ্বল নীলমণি ঃ শ্রীরূপ গোস্বামী ॥ শৃঙ্গাররস প্রকরণ /১৬ ॥ নবদ্বীপ/২য় সং) যে কারণে শ্রীচৈতন্যদেবেরও সাধনা ছিল রাধাতনু হিসাবে, শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার ক'রে ;" এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবও রাধাভাবে সাধনার মহিমা উপলব্ধি করে আপনার সাধকজীবনে তার একান্ত অনুশীলন করেছিলেন (দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ঃ স্বামী সারদানন্দ, ২য় খণ্ড / পৃ. ২৮৮-৮৯ ইত্যাদি। উদ্বোধন / ১০ম সং/১৩৬০) এরূপ সাধনায় ভক্তিরাগমহিমা ছাড়াও জিতেন্দ্রিয় হবার বা কামজয়ের উপযোগিতাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। (দ্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ॥ ২য় / পৃ. ১৫৪, ৩য়/পৃ. ১৫১ প্রভৃতি। উদ্বোধন/যথাক্রমে ১৩৭৪, ১৩৭১ সং) আমরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি গাধিপুত্র সাধক বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতা পূষাকে পরিত্রাণ করে কান্তাভাবে আপনার উপর কান্তের হর্ষকারিণী শ্রীরাধার মত হ্লাদিনী সত্তার একান্ত ভাবারোপে প্রেমভক্তিমহিমার স্বর্গে উত্তরিত হয়েছেন। সেই একান্ত মাধুর্যময় সান্দ্ররাগ-প্রেমব্যাকুলতায় উচ্চারিত হয়েছে প্রার্থনামন্ত্র ঃ

"তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্।
বধূর্যুরিব যোষণাম্ ॥" (ঋক্ ॥ ৩/৬২/৮ ॥

["হে পূষা, আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন কর।"]

(অনুবাদ—র. দত্ত)

বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তিরসের 'কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী নিষ্ঠা'-সদৃশ মহাভাবাত্মিকা হ্লাদিনী-সত্তার এ'হেন আদর্শের অকল্পনীয় আশ্চর্য সংহিতাকে অংশতঃ হলেও ভক্তিরসমহিমার এক অপরূপ জগতে নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

ঋক্-ব্যতীত অন্যান্য সংহিতাগুলিতেও আর্যঋষিকাব্যের ভক্তিরস-সমাহিত অন্তর

৭। "সর্বেষাং কৃষ্ণভক্তানাং বৈশেষ্যমতিরোহকম্।
বৈশেষ্যং সর্বভক্তানাং হেতুরুত্তমতাদিকম্ ॥"
(শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসপ্রকাশ ঃ—উদ্ধৃত ঋগ্বেদসংহিতা ভাষ্য, পৃ. ৮১)

৮। "প্রেমরীতি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।"...(চৈ. চ. ॥ ৩/৪/৮৮-৮৯ ॥)

সাধনার রূপটি একান্ত স্পষ্ট, বিশেষ ক'রে অথর্বসংহিতায়। বাহ্যার্চনা নয়, অন্তর-সাধনায় দেবতাকে অন্তরতর ক'রে তোলার সাধনাই ভক্তিসাধকের মুখ্যসাধনা—যা ভক্তিরসের বিকাশ-কাল পৌরাণিক যুগে একান্তভাবে স্বীকৃত। সামবেদের ঋষি তাঁর ঈশ্বরকে সেই অন্তরেই [স্থাপন ক'রে বললেন—"ব্রহ্মকেই আমার অন্তরে কবচরূপে ধারণ করেছি"—'ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরং।' (সাম ॥ উত্তরার্চিক ২১৮/৩ বা ১৮৭২ সংখ্যক মন্ত্র। হরফ প্রকাশিত/১৯৭৫, অনুবাদ—গুরুত্ব।) সংহিতাসমূহের মধ্যে অথর্ববেদ সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন, অন্তর-সাধনার পরিচয়ও এখানে অনেক বেশি। ভক্তি এই অন্তর-সাধনারই ফল। তাই অথর্ববেদের আর এক নাম মানসবেদ বা অন্তরবেদ। অন্তর-সাধনার ক্ষেত্রে অথর্ব-সংহিতার এই মহিমাকে উপনিষদও স্বীকার করে নিয়েছে। 'ইতিহাসোপনিষৎ'-এর মতে :

"ঋচো হ যো বেদ স বেদ দেবান্
যজুংসি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
সামাদি যো বেদ স বেদ সর্বং
যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম ॥ (ইতিহা ॥ পৃ ১১)[৯]

[ঋগ্বেদে যাহা দেবতার কথা, মানুষের তত্ত্ব সেখানে নেই। যজুর্বেদে যাহা যজ্ঞের কথা, অন্তরের সাধনা তাতে নেই। সামবেদ জ্ঞাত হলে বাহ্য আর সব জানা যায়, কিন্তু মানসবেদ (অথর্ববেদ) জানলেই অন্তরস্থিত ব্রহ্মকে জানা যাবে।]

বাহ্যার্চনা-বর্ণাশ্রমধর্মাদি পরিত্যাগ ক'রে অন্তরসাধনা তথা ভক্তিদ্বারাই যে জীবসাধক পরমানন্দে তৃপ্ত হতে পারে, ভক্তিচেতনার বিকাশকালে উপনিষদে সেকথা আরো প্রত্যক্ষ :

"বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজন্তে
সানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি ॥" (মৈত্রেয় উ॰ ॥ পৃ ১১২)[১০]

সেখানে আরো স্পষ্টভাবে বিগ্রহপূজা—শাস্ত্রীয় বাহ্যাচরণ প্রভৃতির বিরোধিতা ক'রে স্ব-হৃদয়ার্চনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে :

"পাষাণলোহমণ্মিন্ময়বিগ্রহেষু
পূজা পুনর্জনন ভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্যাদ্
বাহ্যার্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায় ॥ (মৈত্রেয় উ॰ ॥ পৃ ১১৮)[১১]

অথর্ববেদে তাই দেখি, আর্ষ ঋষি যাগযজ্ঞের পরিবর্তে ব্রহ্মচারীর ধ্যানময় উপস্যাকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন (দ্রঃ অথর্ব ॥ ১১/৩/১—৩ সংখ্যক মন্ত্রসমূহ ॥), দেবতা ও স্বর্গাপেক্ষা মানুষ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন, (দ্রঃ ঐ ॥ যথাক্রমে ১০/১/২ ও ১২/১/১ ॥) এবং পৃথিবী আনন্দময় ও রসপূর্ণ হবার এবং সে কারণে সখ্য প্রেমলাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন। (দ্রঃ ঐ ॥ ১০/১/১/১৭)।

সংহিতার প্রেমাত্মক ভক্তিরসের সর্বাত্মক বিকাশ ঘটে নি, একথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু

৯। ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। (পৃ ৪০)
১০। ঐ। (পৃ ৩৩)। ১১। ঐ। (পৃ ৪৯)

আলোচিত প্রাসঙ্গিক অংশগুলিতে ভক্তিরসচেতনার স্পষ্ট উন্মেষ ও পরবর্তীকালে ভক্তিধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশে তাদের প্রভাব ও গুরুত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকারও করা চলে না। যদিও ভোগ-বিলাসান্ধ পার্থিব স্বার্থচেতনা সমগ্র সংহিতা জুড়ে এতই ব্যাপক যে ব্যতিক্রমী এই আলোচিত ও উল্লিখিত অংশগুলি কোন গুরুত্ব না পেয়ে একালের পণ্ডিতমহলের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে বৈদিক সাহিত্যে ভক্তিচেতনার পরিচয় প্রায় নেই বলেই—ধরা পড়েছে।[১৯] ঐতিহাসিক ও ভক্তিদার্শনিক পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন—উপনিষদের যুগে গড়ে ওঠা ভক্তিবাদের মূল সূত্রগুলি, যথা—আত্মোপলব্ধি, বৈরাগ্যচেতনা, ঈশ্বরোপলব্ধি প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক যুগের সংহিতার একান্তই অনুপস্থিত।[২০] এমনকি 'বেশ্যাঙ্গনের স্তুতি' ব'লে বেদকে কঠোর নিন্দাও কেউ কেউ করেছেন। (দ্রঃ ব্রাহ্মণসর্বস্ব : হলায়ুধ মিশ্র। উপক্রমণিকা।) সেযোক্ত মন্তব্যটি একান্তই অযৌক্তিক, নিন্দার্হ ও অযৌক্তিক অনুভাবণ এবং একান্তই একদেশদর্শিতাদুষ্ট ফল। অন্যান্য অভিযোগগুলিও যে সার্বিকভাবে সংহিতা-সম্বন্ধে সত্য নয়, সংহিতা ভক্তিরসেও মাঝে মাঝে প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখায় যে আলোকিত হয়ে উঠেছে, সে পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনার পর নূতন ক'রে বলার অপেক্ষা নিশ্চয়ই আর রাখে না।

(ক্রমশঃ)

●

॥ মুক্তির উৎস-সন্ধানে ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—ঈশ্বরের দর্শন বা ঈশ্বরলাভই হইল মুক্তি বা মোক্ষ। মনুষ্য-জীবনের চরমলক্ষ্য—ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ; কিন্তু 'লাভ' প্রকৃত অর্থে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। ঈশ্বর সাক্ষাৎকারকে তিনি বলিয়াছেন—'জ্ঞান' এবং ঈশ্বরদর্শনের পর ঈশ্বরের সহিত কথা বলা হইল 'বিজ্ঞান,' 'জ্ঞান' অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান—ব্যষ্টি বা ব্যক্তিক জ্ঞান ;—যেমন নিজের মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি,—'অহং ব্রহ্মাস্মি', আর আছে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—নিজের মধ্যে ছাড়া বিশ্বের চেতন ও অচেতন সকল কিছুর মধ্যে ব্রহ্মসত্তার দর্শন—অর্থে সমাক অনুভূতি। ন্যায়দর্শনের মতে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিক জ্ঞান হইল বিশেষজ্ঞান আর সমষ্টিজ্ঞান হইল সামান্য জ্ঞান (সামান্য অর্থে—universal)। ব্রহ্মবিজ্ঞানীর নিজের ভাব—ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মস্বভাব। এই ব্রহ্মভাবের অপর নাম মুক্তি বা

১৯। দ্রঃ ক্ষিতিমোহন সেন রচিত—ভারতীয় সাধনার ধারা, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার বাউল; অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা; জগদীশচন্দ্র ঘোষ রচিত গীতার ভূমিকা প্রভৃতি।

২০। দ্রঃ The Origin of Indian Philosophy & Asceticism : An Historical Introduction—H. Heras, (Chapter—Mystic teachings of the Haridas of [Karnataka).

মোক্ষ—'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ'—বলিয়াছেন আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে এবং আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গীতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা' ভাষ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি বড় কঠিন। কেবল শাস্ত্রপাঠে বা শাস্ত্রবাক্যের বিচারে ঐ ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয় না। জীবনে সাধন চাই এবং মুক্তি-লাভের জন্য চাই তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ত্যাগ ও বৈরাগ্য ঐ জ্ঞান লাভ করার উপায় মাত্র, কিন্তু সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞানের) প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। মনুষ্যজীবনের মূল উদ্দেশ্য হইল ঈশ্বরকে জানা। অবশ্য একজন্মে সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। বহুজন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে ঈশ্বরোপলব্ধির পরম জ্ঞান লাভ করিয়া সেই পরমপুরুষ পরমাত্মায় লীন হইলে মানব-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ; মানবজীবনের এই পরিসমাপ্তিই হইল মুক্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধিই হইল মুক্তিপথের সর্বশেষ সোপান, যেখানে পৌঁছাইতে সম্মুখীন হইতে হয় প্রচুর বাধাবিপত্তির ; কারণ সে পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল কি উপায় এই ঈশ্বররূপ পরিশুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধি হয় ? ইহার একমাত্র উত্তর—সাধন ছাড়া ঈশ্বরের দর্শন বা উপলব্ধি সম্ভব নয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা আছে—'জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্', সুতরাং শাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া লইতে হয় এবং তারপর সাধনরূপ কর্মের পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই অগ্রসর হওয়ার নাম যোগদর্শনে ও গীতায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মায়ার সংসারে বিষয় ভোগ করার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগায় এবং তবেই আসে প্রশান্তি ও মুক্তি।

ঈশ্বরের দুইটি রূপ (বেদান্তের মতে)। একরূপে তিনি মায়াধীশ ঈশ্বর—নির্লিপ্ত, আর একরূপে মায়াশক্তি যুক্ত ঈশ্বর—যিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে প্রথমে প্রকৃতি ও পরে বিকৃতির সৃষ্টি হয়। বিকৃতিই বিশ্বচরাচর ও মায়া। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে বাদরায়ণ ব্যাস বলিয়াছেন—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।২।২), অর্থাৎ জন্ম আদি বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিনটি কার্য ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা সাধিত হয়। এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও বিকাশ। পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

"সর্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্ যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিতা ॥" (১৪।৪)

'মনুষ্যাদি যে কোন জীব জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমি তাহাদের পিতা এবং প্রকৃতি হইল মাতা' ; এবং—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।"...(১৪।৫)

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে।' এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন গীতার সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"
"এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥"

অর্থাৎ 'হে মহাবীর অর্জুন, এই প্রকৃতির নাম 'অপরা' (নিকৃষ্ট জড়) প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহার নাম 'পরা' (শ্রেষ্ঠা) প্রকৃতি। এই জীবরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই 'পরা' এবং 'অপরা' প্রকৃতি হইতেই সকল প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল কারণ আমিই।'

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিগুণ-সমন্বিতা। ঈশ্বর তাঁহার মায়া দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার লীলা। ইহার জন্যই যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে জীবনের বিচিত্র গতি। এই জীবনকে নিত্য গতিশীল রাখিবার জন্যই ঈশ্বরই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষই এই তিনটি গুণের অল্প বা অধিক মাত্রা দিয়া সৃষ্ট। এই তিনটি গুণই হইল তাঁহার মায়া, যাহার অন্তরালে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। সমস্ত বিশ্বজগৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া আছে ; কারণ এই তিনপ্রকার ভাবই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে বা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে এই ত্রিগুণময়ী মায়ার বেষ্টনী ভেদ করা চাই। কিন্তু এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র তাঁহার শরণাগত না হইলে তাঁহার কৃপা লাভ করা যায় না এবং তিনি কৃপা না করিলে কাহারও সম্মুখ হইতে এই মায়া অপসারিত হয় না। যতক্ষণ এই মায়া মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ততক্ষণ মানুষ ঈশ্বরকে দেখিতে পায়না এমন কি দেখিতেও চায়না। সে তখন এই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের মোহে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ॥" (৭।১৪)
"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ (৭।১৫)

• • • •

বাসনাময় জগৎ-সংসারে মানুষ জন্ম মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির বোঝা লইয়া নানাবিধ কামনা-বাসনার আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সুখভোগের লালসা চরিতার্থ করিতে ছুটিয়া চলে মায়াময়ী মরীচিকার হাতছানির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া। আশা ও আসক্তির রূপমাধুর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে যখন ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার জীবনসূর্য্য অস্তাচলগামী। অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যখন সে আর পথ খুঁজিয়া পায়না, কঠিন বাস্তবতার নিষ্ঠুর কশাঘাতে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় তাহার সমস্ত প্রাপ্তির বিলাসবহুল মানসিকতা, তখন

সে একস্থানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং সতৃষ্ণ নয়নে ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জানায় কাতর প্রার্থনা—'ওগো দয়াময়, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার শরণাগত আমার অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাও যাহাতে সেই আলোয় আমি মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাই।

অন্ধকার যেমন আলোকে রূপান্তরিত হয়, তেমনই অজ্ঞানতা জ্ঞানে রূপান্তরিত হইলে চিরসুখ হৃদ্যের উপলব্ধিতেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য—ঈশ্বরদর্শনের পথ প্রশস্ত হয়, ফলে মুক্তি লাভ অবশ্যই ঘটে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে সেই মুক্তির উৎসের সন্ধান দিয়াছেন—

"মৎ কর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥" (১১।৫৫)
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (১৮।৬৬)

সাহায্য লইয়াছি—

১। 'বাণী ও বিচার'—বিশ্ববাণী, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩।
২। " " নবম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৯৫।
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

●

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

॥ পশ্চিমবঙ্গের মৃৎপাত্র ও মৃৎশিল্পী প্রসঙ্গে ॥

॥ দুই ॥

আদিম যুগে মৃৎপাত্রনির্মাণে যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদির আকৃতির অনুসরণ করা হয়েছিল—তেমনই মানবদেহের বিভিন্ন অংশের অনুকৃতিও মৃৎপাত্রনির্মাণে ঘটেছিল ব'লে মনে হয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস একটি নিবন্ধে বলেছেন: "পানীয় গ্রহণ ও রন্ধনশিল্পের প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তির মস্তকটি যে ব্যবহার করা হতো সে সম্বন্ধে বর্তমান রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রগুলির নাম ও গঠন দেখলে বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে খুলি, খাপরি ও খোলার নাম উল্লেখযোগ্য। জীবমাত্রেরই মাথাটা সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। অপেক্ষাকৃত বড় অংশটিকে 'খুলি' ও ছোট অংশটিকে 'খোলা' বলে।" মাটির ঘটের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাস বলেছেন যে, ঘটের একটি অর্থ হলো মাথার খুলি। খুলির আকৃতির অনুকরণে নির্মিত পাত্রকে সেজন্যই 'ঘট' বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের মাথার খুলি সম্ভবত পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো। অঘোরপন্থী তান্ত্রিক সাধকরা মানুষের মাথার খুলি এখনও পানপাত্ররূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। ঘটের

অন্যতম আভিধানিক অর্থ 'মাথা' অথবা 'মস্তিষ্ক'। পশ্চিমবাঙলার গ্রামাঞ্চলে পূজাপার্বণ এবং ব্রত ইত্যাদিতে বিভিন্ন আকৃতির ঘট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'দেবী ঘটের' কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবীপূজায় ব্যবহৃত দেবীঘটের ওপর ডালশূন্য আম্রপল্লব বসানো হয়। আম্রপল্লবের ওপর মাটির সরার আতপ চাল ও শিবশূন্য ডাব থাকে। প্রতিমাবিসর্জনের পর দেবীঘট পূজার স্থানে স্থাপন করা হয়। দেবীঘটের আকৃতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ মণ্ডল বলছেন : 'মাঝারি আকার। গলা বাদ দিয়ে নিচের অংশ প্রায় পানের মত, তবে চ্যাপ্টা নয়, বর্তুল।.....মধ্যাংশ ফুলো বর্তুল হ'য়ে নিচের দিকে ক্রমশ সুচোলো রূপ পেয়েছে। দেবীঘটের সঙ্গে পিতলের ঘড়ার আকৃতিগত মিল আছে। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম এবং শহরাঞ্চলেও গৃহের প্রবেশদ্বারের দুধারে কলাগাছের সঙ্গে যে-ঘট স্থাপন করা হয়ে থাকে—সে-ঘটের নাম মঙ্গলঘট অথবা দ্বার ঘট। ঘটের ওপর ডাব বসানো থাকে। দ্বারঘট সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ মণ্ডল বলছেন : "দ্বারঘটে দেবীঘটের মতো পানের আকৃতি নেই। তলার দিকটা প্রায় বাটির আকৃতি পেয়েছে। ওপরের দিকে ডেউতোলা কানা নেই। নীচে থেকে গলা পর্যন্ত ওপরের দিকটা ক্রমশ সরু হয়েছে।"

পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং পূজাপার্বণ-ব্রত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আকৃতির মাটির হাঁড়ির ব্যবহার এখনও চোখে পড়ে। এধরণের কয়েকটি হাঁড়ির নাম হলো : দর্পণ হাঁড়ি, বরণ হাঁড়ি, জাগরণ হাঁড়ি অথবা জাগ হাঁড়ি, পানের হাঁড়ি, সন্ধ্যা হাঁড়ি, ফুল হাঁড়ি, করা হাঁড়ি, আইবুড়ো হাঁড়ি, মঙ্গল হাঁড়ি, বশির হাঁড়ি, জ্বর হাঁড়ি, দই হাঁড়ি অথবা দই-পাতবার হাঁড়ি, সাপুড়েদের ব্যবহৃত সাপ ধরবার হাঁড়ি। এই হাঁড়িগুলির প্রত্যেকটির আকৃতি এবং অলংকরণের যে-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—তার পশ্চাদপটে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামগুলিতে প্রচলিত স্থানীয় লোকাচার এবং পালা-পার্বণের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের বিশ্বাস ও রীতিনীতি। শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি মৃৎশিল্পের ক্রমবিবর্তনে আঞ্চলিক কৃষ্টি, সামাজিক ধ্যানধারণা, উপাদানের অনায়াসলভ্যতা ও কারিগরির নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। মৃৎ-শিল্পের অন্যতম শাখা মাটির হাঁড়ি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। 'দর্পণ হাঁড়ি' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ মণ্ডল বলেছেন : "জলে মুখ দেখতে শিখেছিল মানুষ অনেককাল আগে। কিন্তু মুখ দেখতে গেলে পুকুর, নদী কিংবা ঝরণার কাছে ছুটে যাওয়ার থেকে হাঁড়িতে জল রেখে যখন তখন মুখ দেখার কামেলা নেই। এখন দর্পণ হাঁড়ি পূজায় ব্যবহার করা হয়। এই হাঁড়ির ওপর থাকে ত্রিভুজাকৃতি কঞ্চির তেকাঠি। এই তেকাঠি-র ওপর থাকে দর্পণ। দর্পণে প্রতিমার চরণ দর্শন করানো হয়। দর্পণ হাঁড়ি আকারে ছোট, নীচের দিকের গড়নে অর্ধবৃত্ত ভোল।" প্রতিমা বরণ করবার হাঁড়ির নাম 'বরণ হাঁড়ি'। আকারে ছোটো ও তলার দিক চ্যাপ্টা এই হাঁড়ি দিয়ে পূজা ও বিসর্জনের আগে প্রতিমা বরণ করা হয়। 'জাগরণ হাঁড়ি' অথবা 'জাগ হাঁড়ির' আকৃতি মাটির মালসার মতো। মালসাকে 'ভিজেল হাঁড়ি'ও বলা হয়। পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাত্রি জাগরণের প্রয়োজনে সারা রাত

মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার জন্য 'জাগরণ হাঁড়ি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই হাঁড়ির মধ্যে আতপ চাল ছড়িয়ে চালের ওপর প্রদীপ বসানো হয়। প্রদীপের সলতে জেবলে হাঁড়ির মুখে অল্প ফাঁক রেখে মাটির সরা দিয়ে ঢাকা হয়—যাতে জোর বাতাসে প্রদীপটি নিবে না যায়। 'পানের হাঁড়ির' গড়ন হয় পেতলের হাঁড়ির মতো। পানের হাঁড়ির কানার তলায় এবং গলার অংশে খোদাই করা নকশা থাকে। 'সংখ্যা হাঁড়ি' কাঁচা অবস্থায় থাকতেই মাঝখানের ফোলা অংশে নরম মাটির ওপর আঙুলের চাপ দিয়ে নকশা করা হয়। ভাতের ফ্যান ঝরাবার জন্য ছিদ্রযুক্ত যে-হাঁড়িগুলি ব্যবহৃত হয়—সেগুলির নাম 'মেঞ্জলি সহস্রধারা'। হরপ্পার লোথাল-এ গ্রন্থ-উৎখননে এ-ধরণের ছিদ্রযুক্ত একটি লাল পোড়ামাটির পাত্র প্রায় অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই পাত্রটির আকৃতি অবশ্য হাঁড়ির মতো নয়; নলাকৃতি লম্বা ধরণের। পাত্রটির একটি ফটোগ্রাফ রয়েছে 'Marg' পত্রিকার চৌদ্দখণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত এস. আর. রাও-এর একটি নিবন্ধে।

দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

মহিম ধর্মধারা (ইংরেজী গ্রন্থে)—শ্রীশত্রুঘ্ন নাথ। প্রকাশিকা : শ্রীমতী হেমলতা নাথ, ৬৮৯, শহীদ নগর, ভুবনেশ্বর—৭৫১০০৭। মূল্য ২৫৲ টাকা।

শ্রীশত্রুঘ্ন নাথ রচিত "মহিম ধর্মধারা" ইংরেজী গ্রন্থখানিতে সপ্তদশ শতকের উচ্চকোটির-সাধক মহিম স্বামী প্রতিষ্ঠিত "ধর্মধারা" বিষয়ে আলোচনা সুসংবদ্ধভাবে সন্নিবেশিত। গ্রন্থখানি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত : (১) মহিম স্বামীর মানবজাতির জন্য বাণী (২) জীবনী ও উপদেশ (৩) মহিম-ধর্ম ও (৪) মহিম-আন্দোলন ও সামাজিক প্রভাব। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই তাঁর ধর্মকথা সু-আলোচিত। মহিম স্বামীর সাধনা ছিল বেদান্তেরই সাধনা। এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম ধারার' মূল তত্ত্ব হ'ল "বিশুদ্ধ-ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ"। লেখকের উদ্ধৃতি মাধ্যমেই এ'কথা আমরা জ্ঞাত হই তাঁর উত্তরসূরী ব্রহ্মাবধূত বিশ্বনাথ বাবা রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের সংকলন হতে। তিনি লিখেছেন : মহিম স্বামী শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ সব মতেই সাধনা করেছিলেন এবং ভক্তিমার্গের আত্মসমর্পণযোগও সাধন ক'রে বলে গেছেন সমর্পণ হবে অখণ্ড। সংকীর্ণতা, আলস্য, পরিবর্তন-বিমুখতা ও তামসিকতা বর্জন করতে হবে। শংকরের অদ্বৈত সাধন সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি হ'ল অবিদ্যা ও মায়ার প্রভাবই ব্রহ্মকে জানার অন্তরায়। এমনকি বৌদ্ধধর্মের পঞ্চশীল ও জৈনধর্মের অনুশাসনও কিছু কিছু তিনি নিজ জীবনে আচরণ করেছিলেন। এজন্য অনেকে মনে করেন তাঁর ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভাবিত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। এক কথায় তাঁর ধর্মকে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির ধর্ম বলা যেতে পারে। মহিম স্বামী কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করেছিলেন এবং হিমালয় হ'তে সুরু ক'রে উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে

তাঁর "ধর্মধারা" সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রচার করেছিলেন। লেখক এ সমুদয় তথ্য ও তত্ত্বের অধিকাংশই শ্রোবধৃত বিশ্বনাথ বাবা রচিত গ্রন্থগুলি হতেই সযত্নে সংগ্রহ ক'রে আলোচ্য "মহিমধারা" গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট ক'রে তাঁর পরিশ্রম ও মননের যথেষ্ট সাক্ষ্য রেখেছেন।

যদিও পরবর্তীকালে বেদান্ত ধর্মের নূতন এক রূপদান ক'রে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ শিবরূপে-জীবসেবার মাধ্যমে—যেটি তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর দেব-গুরু ঊনবিংশ শতকের অবতারপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হ'তে। তবু ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্বসূরী হিসাবে মহিম স্বামীর 'ধর্মধারা'র অবদান নিঃসংশয়ে স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সুধী-পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।

—পরমানন্দ—

●

॥ সংঘবার্তা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের দার্জিলিং শাখাকেন্দ্র পরিচালিত মিরিক চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ছয় জনের চক্ষুর ছানি অপসারিত করা হয় অভিজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসকের দ্বারা এবং রোগীদের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করে উক্ত শাখাকেন্দ্র। এতদ্ব্যতীত উক্ত শাখাকেন্দ্র ইতিমধ্যে নিজস্ব ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের সাহায্যে চারিটি শিবিরে মোট ১০৩৬ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং কলিকাতা হইতে ১০ জন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক উক্ত কার্যে সহায়তা করেন। উক্ত শিবিরগুলি যথা ঃ—

পাণিঘাটা চা-বাগান (বাগডোগরা থেকে ২২ কিলোমিটার)—			
চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	,,	,,	৫৩৭
লামরিঙ্ চা-বাগান (দার্জিলিং)	,,	,,	৩১০
লংভিউ চা-বাগান (কার্শিয়ং)	,,	,,	২৮৭
মংপু সিন্‌কোনা-বাগান (দার্জিলিং)	,,	,,	২০০

সকল রোগীকেই বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের গৃহনির্মাণ তহবিলে যাঁরা দান করেছেন ॥

		টাকা
১৮৭২।	শ্রী ডি. মালাকর	২৫০·০০
১৮৭৩।	শ্রী সুজিত সেনগুপ্ত	১০১·০০
১৮৭৪।	শ্রী এন. ডি. মজুমদার	১০০·০০
১৮৭৫।	শ্রী রজত গুহ	৮৫·০০
১৮৭৬।	মেসার্স পি. কে. ঠাকুর এণ্ড কোং	৭৫·০০
১৮৭৭।	মেসার্স ডেভেলপমেণ্ট এন্‌জিনিয়ারিং করপোরেশন	৫০·০০
১৮৭৮।	শ্রী যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	৫০·০০

		টাকা
১৮৭৯।	শ্রীমতী মণিকা ঘোষ	৪০·০০
১৮৮০।	শ্রী এন. কে ঠাকুর	২৫·০০
১৮৮১।	মেসার্স দাস, মুখার্জী এন্ড কোং	২৫·০০
১৮৮২।	শ্রী অশোক নাথ মুখার্জী	২৫·০০
১৮৮৩।	শ্রী ডাঃ জহর দত্ত চৌধুরী	২০·০০
১৮৮৪।	শ্রী অণু মুখার্জী	২০·০০
১৮৮৫।	শ্রী সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত	১৫·০০
১৮৮৬।	শ্রীমতী সাধনা গুপ্ত	১৫·০০
১৮৮৭।	শ্রী সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ	১২·০০
১৮৮৮।	শ্রীমতী ইন্দিরা মজুমদার	১০·০০
১৮৮৯।	শ্রী আর. আর. পোদ্দার	১০·০০
১৮৯০।	শ্রী সৌম্য গুপ্ত	১০·০০
১৮৯১।	শ্রী মধু ঘোষ	১০·০০
১৮৯২।	শ্রী বিমলকুমার দাস	১০·০০
১৮৯৩।	শ্রী এল. এম. চক্রবর্ত্তী	১০·০০
১৮৯৪।	শ্রী অসিতকুমার কারক	১০·০০
১৮৯৫।	শ্রী পি. চ্যাটার্জী	১০·০০
১৮৯৬।	মেসার্স এল সি. সি	১০·০০
১৮৯৭।	শ্রী অসিতকুমার চক্রবর্ত্তী	১০·০০
১৮৯৮।	শ্রী সুজিত গুপ্ত	১০·০০
১৮৯৯।	শ্রীমতী সুভলক্ষ্মী গুপ্ত	১০·০০
১৯০০।	শ্রী দেবদীপ গুপ্ত	১০·০০
১৯০১।	শ্রীমতী সুভদ্রা গুপ্ত	১০·০০
১৯০২।	শ্রী এইচ. এন. ঘোষ	১০·০০
১৯০৩।	মেসার্স চ্যাটার্জী এন্ড কোং	১০·০০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ শনিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৬তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজা, হোম, সঙ্গীতাদি এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় 'সাধারণ সভা' হইবে।

আপনারা সবান্ধব এই উভয় দিন উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে অনুরোধ করি।

সাধারণ সম্পাদক

।। বিবিধ-সংবাদ ।।

॥ পিয়ারলেসের চেয়ারম্যান পুরস্কৃত ॥

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় সংহতি জোরদার করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান এবং কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টে অগ্রণী ভূমিকার জন্য গত ৩১শে অক্টোবর লণ্ডনে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় জওহরলাল নেহেরু ইণ্টারন্যাশন্যাল এক্সেলেন্স পুরস্কার দেওয়া হয়েছে দা পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী পি. সি. সেনকে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা, নভেম্বর ৯, ১৯৯০।

।। আবেদন ।।

বিহারের রাজগীরে বিপুল ও বৈভর্বগিরি পাহাড়ের মধ্যবর্তী পাদদেশে নির্জন পরিবেশে "শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম"। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দের সেবক স্বামী নিগমানন্দ প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম গত ২৭ বৎসরযাবৎ স্থানীয় অনুন্নত গরীব, অসহায় জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে আশ্রমের সংস্কারকল্পে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা আশুপ্রয়োজন জানিয়েছেন উক্ত আশ্রমের সম্পাদক। তাঁর আবেদন এই যে, সহৃদয় ও বদান্য দেশবাসী, ভক্তগণ, সেবাব্রতী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকলে মুক্তহস্তে দান ক'রে উক্ত আশ্রমের উন্নতির সহায়তা করুন।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, রাজগীর, জেলা—নালন্দা, বিহার-৮০৩১১৬।

।। বিজ্ঞান-সংবাদ ।।

টেকসাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটপতঙ্গ-বিশারদ ফিলিপ ডি. ব্রাইস পানামার অরণ্যে একটি মজার ঘটনা আবিষ্কার করেছেন ঃ দুই রকম পতঙ্গ—রিওডাইনিডি (Riodinnidae) এবং লিকানাইডি (Lycanidae) আছে। পাতায় পাতায় দলবদ্ধভাবে বাস করে তাদের শুঁয়াপোকা, যা বোলতা এবং ভিমরুলের প্রিয়খাদ্য। শুঁয়াপোকাগুলির দেহে থাকে এক ধরণের সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ (papillae)। ভিমরুল এবং বোলতার আঁচ পেলেই ওই প্রত্যঙ্গগুলি দারুণভাবে কাঁপতে থাকে। কম্পন সৃষ্টি করে শব্দ। সেই শব্দের আকর্ষণে তাদের চারপাশে এসে ভিড় করে পিঁপড়ের দল। শুঁয়াপোকাগুলির দেহ থেকে নিঃসৃত হয় প্রোটিন এবং চিনি। খাদ্য হিসাবে দুটি সামগ্রীই তাদের দারুণ পছন্দ। তারা তা খায়। পরিবর্তে বোলতা এবং ভিমরুলের হাত থেকে শুঁয়াপোকাগুলিকে রক্ষা করে তারা। ব্রাইস লক্ষ্য করেছেন, পিঁপড়েরা প্রোটিন এবং চিনির লোভে এমনিতেও আসে। আবার খাওয়ার পর ফিরে যায়। কিন্তু বোলতা এবং ভিমরুলের আগমনে শুঁয়াপোকাগুলি যতক্ষণ ধ'রে শব্দ চালায়, পিঁপড়েরা তাদের ছেড়ে যায় না। ওই সময় দলবদ্ধভাবে বোলতা এবং ভিমরুলের উপর চালিয়ে যায় আক্রমণ। ব্রাইসের দাবী, প্রাণীজগতে এ-ধরণের আত্মরক্ষামূলক ঘটনা এই প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল। —দেশ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৯০

নূতন অসামান্য গ্রন্থ

সদ্য প্রকাশিত !

দীর্ঘদিন একনিষ্ঠ গবেষণার ফলশ্রুতিরূপে সুন্দর লাইনো-ফেস-টাইপে ছাপা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত গ্রন্থ

মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা

প্রকাশিত হ'ল ১৬টি অধ্যায় ও ৫টি পরিশিষ্ট এবং বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)-সহ। দেবী দুর্গার বিচিত্র রকমের বহু রঙিন ও সাধারণ চিত্রসহ প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক অলংকরণ ও সুদৃশ্য অষ্টাদশহস্তশোভিতা রণরঙ্গিনী দেবী-মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গার চিত্রশোভিত, রঙিন প্রচ্ছদপটশোভিত।

গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বারাহীতন্ত্র, কাত্যায়নীতন্ত্র, কুলচূড়ামণি-তন্ত্র, কবি বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'মৎসপুরাণ', 'গরুড়পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য ও তত্ত্বের অনুসরণে।

● গ্রন্থে রাজা কংসনারায়ণের দশভুজা দুর্গাদেবীর ঐতিহাসিক বিস্তৃত কাহিনী এবং—

● কালিকাপুরাণে বর্ণিত দেবীপূজায় আটটি রাগ-রাগিণীর ও স্বরলিপিসহ রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

● অতিশয়োক্তি না ক'রে সহজ-সরলভাবেই বলি বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ভাষায় দেবীদুর্গা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণসহ এত বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

● শিক্ষা ও সংস্কৃতিসেবী সমাজে প্রচারের জন্য এই ক্রাউন (Crown ½) সাইজের কাপড়ে বাঁধাই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য নির্ধারিত হ'ল ২০০·০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পুস্তক প্রচার বিভাগ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন—৫৫-১৮০০

দুলালের® তালমিছরি

দুটো নয়

একটাই

আসল

দুলালের®

তালমিছরি

ভারত সরকারের (R) চিহ্ন প্রাপ্ত

শিশুর খাদ্য, রোগীর পথ্য এবং প্রতিকারি ঔষধরূপে ঘরে ঘরে সমাদৃত

মেসার্স ডি. সি. ভড়
৪, শঙ্খপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৩৯-৫৬৭৩

True freedom means emancipation of the soul from the bondages of ignorance, delusion, selfishness and other imperfections.

—**Swami Abhedananda**

With Best Compliments from :

Swapna Printing Works Private Limited

52, Raja Rammohan Roy Sarani, Calcutta-700 009.
Post Box No. 10847 Cable Sophist, Phone : 35-8719

Registered Office : P-190/1, Bidhan Nagar Road, Calcutta-700 067.

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছো তুমি
সেই তো আমার তুমি।"

—বিশ্বকবি

রঞ্জনা

১৫৩।২।ই আচার্য.প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ৫৫-৬৮৩৬, ৫৫-৬১৪২

ফোন:৫৫-৬৩৫৩

এ.এম.দে এণ্ড ব্রাদার্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা
৮২/৪এ. বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ (মিত্রা সিনেমার পাশে)

সর্বভারতীয়
শাড়ীর জন্য

জহরলাল পান্নালাল
এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
● কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ●
কলিকাতা ৭০০০০৯ ● ফোন : ৩১-৩৫৯৪
ব্রাঞ্চ : ২৬৭, দশাশ্বমেধ রোড ● বারানসী

যাবতীয় পেটের পীড়ায়—

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস : ৫৫-৩১০০
ল্যাবরেটরি : ৫৩-২৪৭৪

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে, সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না'।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

TARA ELECTRONICS

HOUSE OF T.V. TAPE-RECORDER, CASSETTE, RADIO
Other Electronic & Electrical Goods

177, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700 006

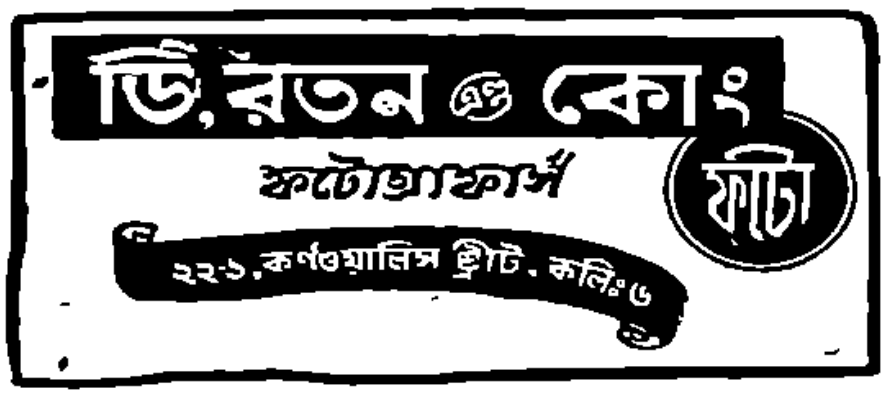

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের ডেকোরেশন এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/১, পটুয়াটোলা লেন, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৩-২৫৪৯/৩৩-২৫৭৫

ফোন : ৩৫-২৯৪৫

সৌন্দর্যের প্রতীক

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

যাবতীয় বাইণ্ডিং ও কার্টন কাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

সম্পূর্ণ ও সুপরিশুদ্ধ তিল তৈল বহনের একমাত্র
জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান

এক শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

ফোন : ৫৫-৪৪৫৭

পি. রায় এণ্ড ব্রাদার্স

কোণারক ব্র্যাণ্ড সিমেণ্ট এজেণ্ট

সকল প্রকার রং, ইমারতী দ্রব্যের নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬/৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

"আমি চাই a band of Young Bengal ঃ এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা— আমার idea গুলি যারা work out ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

Phone : 55-8990
54-4456

Experto Crede

DESIGNERS, FURNISHERS & SPECIALISED
INTERIOR DECORATION
13/2-B, BALARAM GHOSH STREET
CALCUTTA-700 004

কে. হোড়
মহাভৃঙ্গরোজ
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন ৩৩-৪৬৩২
যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ
প্রস্তুত কারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড টিকলী ও JEC ব্রাণ্ড পলিথিন গাইজ ইত্যাদি
১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

"Every good thought that we send to the world, without thinking of any return, will be stored up there and break one link in the chain, making us purer and purer, until we become the purest of mortals."

– SWAMI VIVEKANANDA

GANAPATI EXPORTS LIMITED

225-D, LOWER CIRCULAR ROAD
CALCUTTA-700020

TEL : 44-5296/44-0702/44-5653

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়। বায়োকেমিক টিংচারেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট মূলার-অব-বিক্রয়োপে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন পাঁচ লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য : ১০০·০০ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ৪০·০০ টাকা

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ২১·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ২৬·০০ টাকা

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাঃ লি

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, কার্মাসিস্ট্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 25-2536 25-0853

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

হেড অফিস : "NEELAMBER", ২৮-বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন : ৪৪-৩০২৫, ৪৩-৪২৫৮/১ টেলেক্স : ২১-২৪১১ TNGIN
ফ্যাক্টরী : ১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড কলিকাতা-৭০০ ০৬৭
ফোন : ৩৫-১৪১৩

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

রামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, সুভাষ বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১-সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

ফোন নং ২৩-১৮০৫-১ (৫টি লাইন)

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

মোটর গাড়ী যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : ১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা : দিল্লি ● পাটনা ● ধানবাদ ● কটক ● শিলিগুড়ি ● গৌহাটি

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নিচের ঠিকানায় সন্ধান করুন

দেশী বিদেশী রকমারি কাগজের ভাণ্ডার

এইচ. কে. ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫-এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিফোন : ২০-৫২০৯

DAS & SONS

OPTICIANS & WATCH MAKERS
107A, BIDHAN SARANI, CAL-700004
Front of Shyambazar Tram Depot
Dial : 552526, 643286

AUTHORISED DEALERS

ANGLO SWISS TIME STAR I.S.T.

hunt

WATCH

ALLWYN
SEIKO

TIMEPIECE

ANGLO SWISS FAVRE-LEUBA RES

CLOCK

SCIENTIFIC TOKYO JAYCO

An all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM
RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

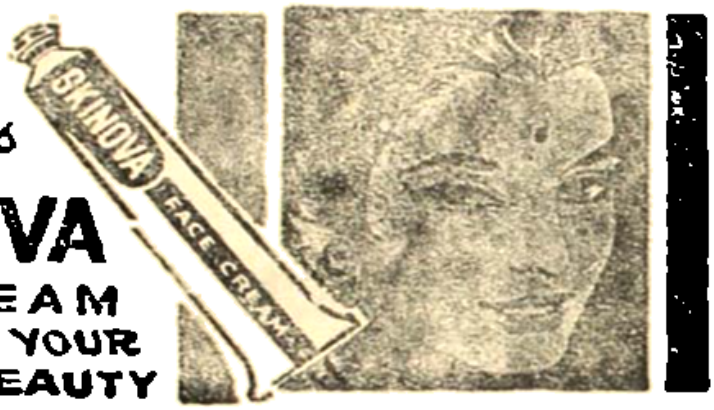

Economic

Manufactured by :
ECONOMIC HOMEO PHARMACY
BUDGE BUDGE, HALTU, 24 PARGANAS
Regd. Office :
[illegible]

A trusted name
in
* BLOCK MAKING
* PRINTING
* PHOTOGRAPHY

Bengal Phototype

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

With Compliments from the makers of :

JABAKUSUM HAIR OIL

M/S, C. K SEN & CO. PVT. LTD.

Calcutta ● New Delhi ● Bhubaneswar

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. সংস্কৃত

৪০·০০

(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহ সুবিস্তৃত)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৩০·০০	ব্যাস্তাম্বে বাঙ্গালী	১০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও নীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বীরত্বে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১২·০০	বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	৪৭·০০	বাংলার মনীষা	৪·০০
সচিত্র কৃত্তিবাস রামায়ণ	৮০·০০	বাংলার বিদুষী	১০·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

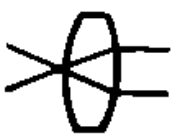

Vision

Reliable Opticians

132/2B, Bidhan Sarani
Shyambazar, Calcutta 700004
Phone : 54-5646
M B B S D.O.M.S
Doctor Available

GENUINE MEDICINE SHOP IN NORTH CALCUTTA

M/S. MATRI MEDICAL STORES

CHEMISTS & DRUGGISTS

76/1-B, BIDHAN SARANI

CALCUTTA-700 005

(RANGMAHAL THEATRE BUILDING)

With best Compliments from :

Phone 39-1020

RAMAKRISHNA TIMBER WORKS

Timber Seller & General Order Suppliers

65/1, Maharshi Devendra Road

Nimtala, Calcutta-700 006

'LALAN SUPER'

Manufactured By :

Head Office : SARADA FERTILIZERS LIMITED
2, Clive Ghat Street,
SAGAR ESTATE, UNIT NO. 9,
Calcutta-700 001

Factory : SARADA FERTILIZERS LIMITED
Onda, Dist.—Bankura.

With Best Compliments of :

CALCUTTA PHOTO HOUSE

134/2, BIDHAN SARANI

CALCUTTA-700 004

With best compliments from :

Phone : 54-2269

Ghosh Medical Stores

CHEMISTS & DRUGGISTS

For Prompt Service & Genuine Dispensing

110, ARABINDA SARANI, (Hatibagan Junc.)

CALCUTTA-700 006

With Compliments from :

OTTO INDIA

COKING AND FUEL PROCESSING PLANTS SPECIALISTS

OTTO INDIA LIMITED

(an employee controlled company)

9, CAMAC STREET, CALCUTTA-700 017

Telephone : 22-6729, 22-2474, 22-4601, 22-3422

Telex : 021-2269, 021-7079 Fax : 22-3654

Cable : OTTOINDIA, CALCUTTA

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact—

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory : 14, Ultadanga Road, Calcutta-700004

Resi : 13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-700006

রামকৃষ্ণ শরণম্

টাইল ফ্যাক্টরী

দীঘির পাড় বাজার * পোঃ দীঘির পাড়

থানা : ফলতা * দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

ভায়া : বিষ্ণুপুর

With Best Compliments From :

ATARI (INDIA) ELECTRONICS

CALCUTTA

With Best Compliments from :

M/s. Industrial Pneumatic Spares

ENGINEERS, MANUFACTURERS, FABRICATORS

5/8, Dinoo Lane, Kadamtala,

Howrah-711 101

"Do not let worldly thoughts and anxieties disturb your mind. Do everything that is necessary in the proper time, and let your mind be always fixed on God."

—*Sri Ramakrishna*

With Best Compliments of

A Well Wisher

With Best Compliments from :

Gram : BEMILSYNDI ESTD—1942 Phone : 20-0372

Bengal Mill Stores Syndicate

ENGINEERS FABRICATORS & MILL FURNISHERS

8, Biplabi Rash Behari Bose Road (3rd Floor), Room No. 14

Calcutta-700001

INDUSTRIAL ALLOYS

MANUFACTURERS, DEALER & STOCKIST OF ALL TYPE OF FERRO ALLOYS, MINERALS, GRAPHITE ELECTRODES BASIC REFRACTORIES, VIRGIN METALS ETC.

Regd. Office : 209: Acharya Jagadish Ch. Bose Road
Calcutta-700017

Phone : 44-3991, 43-2127 Telex : 021-5244

Adm. Office : 8, Bentinck Street, Taher Mansion
Calcutta-7000 01

Phone : (Off.)	Fax No.	Telex	Godown :
28-9576/0983/5455	033-285455	021-3379/2860	52-5224
28-0862/0877/9588		201-5244	52-2192
28-4797/6362			

KISHANLAL MAHIPAL

সুপার সাইক্লোরামায়—

রামের চরিত্রে—সুপারস্টার অশোককুমার অভিনীত

রাম রাবণের যুদ্ধ

রচনা/নির্দেশনা—সমীর মজুমদার • সুর—শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সীতার চরিত্রে—চিত্র/মঞ্চ/টি-ভি খ্যাতা দেবীকা

চন্দ্রলোক অপেরা

৩৭৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৫

ফোন : ৩০ ৯২৭৩

ভারত অয়েল মিল

পতাকা মার্কা

ঘানির সরষের তেল

৬০ বছর ধরে আজও সবার শীর্ষে

১,২,৫,১৫ কেজি প্যাকিং টীন উচ্চমানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

২৪৩/২ বি,এ,পি,সি,রোড, কলিঃ-৬ ফোন: ৩৫২৭৭৪

অনন্ত জিজ্ঞাসা

শ্রী দুলাল দাস

মানুষের মনে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আসেই। হয়তো সব সময় উত্তর জানা থাকেনা।

স্বভাব কি? চরিত্র কি? মন কি? ঈশ্বর কি? পূজা করি কেন? মূর্তিপূজা করি কেন? কেমন করে ধ্যান করতে হয়? বলি কেন দেওয়া হয়? শ্রীশ্রীদুর্গার নামাকরণ কে করেছিলেন? ইত্যাদি ৩০৩টি প্রশ্নের উত্তর সম্মিলিত—

শ্রী দুলাল দাসের "অনন্ত জিজ্ঞাসা" পড়ুন।

মূল্য : ৪০.০০

নবভারতের প্রকাশিত বই

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-কৃত—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বৃহৎতন্ত্রসার—মূল্য ৮০·০০

সর্ব্বানন্দবংশীয় মহাসাধক রঘুনাথ তর্কবাগীশ প্রণীত

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত—**আগম-তত্ত্ব-বিলাস**

(মূল, অনুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ ১৬০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৬০·০০)

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩·০০

সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য-বিষয়ক

গ্রন্থগুলি বাহির হইল

সাধন প্রদীপ / পূজাপ্রদীপ / জ্ঞান প্রদীপ (১ম ২য় একত্রে)

গুরু প্রদীপ / গীতাপ্রদীপ / পুরশ্চরণ প্রদীপ / সন্ধ্যারহস্য

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত— (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ :

দেবীভাগবত ১০০·০০ অগ্নিপুরাণ ৮০·০০ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫০·০০

গরুড় পুরাণ ৮০·০০ দেবীপুরাণ ১০০·০০ বিষ্ণুপুরাণ ৬০·০০

কালিকাপুরাণ ১০০·০০ শিবপুরাণ ১০০·০০

মৎস্যপুরাণ ৮০·০০ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (বঙ্গানুবাদ) ৬০·০০

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ৬০·০০ লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ) ৬০·০০

বায়ুপুরাণ ১০০·০০ কূর্ম্মপুরাণ ৬০·০০ বামনপুরাণ ৬০·০০

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬০·০০ বৃহন্নারদীয়পুরাণ ৬০·০০ সাম্ব-পুরাণ ৪৫·০০

পদ্মপুরাণ—স্বর্গখণ্ড ৬০·০০, ভূমিখণ্ড ৮০·০০, পাতালখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধখণ্ড

স্কন্দপুরাণ—কেদারখণ্ড ১০০·০০, বিষ্ণুখণ্ড ১০০·০০, ব্রহ্মখণ্ড, ১০০·০০

কাশীখণ্ড, অবন্ত্যখণ্ড, নাগরখণ্ড, প্রভাসখণ্ড (যন্ত্রস্থ) ॥

ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কল্কিপুরাণ, মহাভাগবতপুরাণ ইত্যাদি সমস্ত মহাপুরাণ ও উপপুরাণ শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—৮০৲

(অনুবাদ, বিস্তৃত তাৎপর্য্য, ভাবপ্রকাশ সম্বলিত)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিঃ দ্রঃ—অর্ডারের সহিত অর্দ্ধমূল্য অগ্রিম পাঠাইলেই ভি. পি.-তে বই পাঠান হয়।

নবভারত পাবলিশার্স ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

SYMBOL OF QUALITY

Always use

Skipper®

Fine, Interlock & Rib
Ganjee • Jangia • Drawer

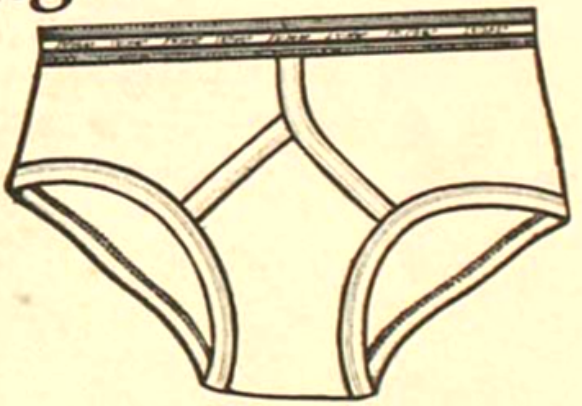

M.B.KNITWEAR
1, DARPNARAYAN TAGORE STREET
CALCUTTA-700006

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

52nd year, January 1991
VOL—XI

R. N. 13733/
Regn. No. WB/N(
PHONE 55-18

With Best Compliments of :-

THE PEERLESS GENERAL FINANCE & INVESTMENT CO. LTD.

Regd. Office

Peerless Bhavan

3 Esplanade East
Calcutta-700 069

INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta M
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006. Printed at The Parrot Press, 78/2, B
Sarani, Block K-1, Calcutta-6. Cover Printed by THE ARTISAN, Cal-12. Phone : 27-4

বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য : ২৮ ·· টাকা। আজীবন গ্রাহক-মূল্য : ৫···· টাকা। মূল্য : ৩·· টা